চতুরশীতিতম অধ্যায়

কুরুক্ষেত্রে ঋষিদের শিক্ষা

সূর্য গ্রহণের পবিত্র অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের জন্য কুরুক্ষেত্রে মহান ঋষিদের সমাগম, ঋষিদের ভগবান কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন এবং বসুদেবের উৎসাহজনক যজ্ঞ সম্পাদন এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

কুরুক্ষেত্রে এক সূর্য গ্রহণ উপলক্ষ্যে কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রার মতো শ্রেষ্ঠ রমণীরা ভগবান কৃষ্ণের রাণীদের সঙ্গ করার সুযোগ লাভ করেছিলেন। ভগবানের পত্নীরা তাঁদের পতিকে কতখানি ভালবাসেন, তা দর্শন করে তাঁরা বিস্মিত হয়েছিলেন। রমণীরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন এবং তেমনিভাবে পুরুষেরাও যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন, নারদ ও ব্যাসদেব প্রমুখ মহান ঋষিরা ভগবান কৃষ্ণের দর্শন অভিলাষে সেখানে আগমন করলেন। ঋষিদেরকে দর্শন করা মাত্র পাণ্ডবেরা, কৃষ্ণ-বলরাম সহ তাঁদের নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট রাজারা আসন থেকে উত্থিত হলেন। নেতৃস্থানীয়েরা সকলে সেই মহাত্মাদেরকে প্রণাম নিবেদন করলেন, তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন এবং আসন, জল প্রভৃতি প্রদান করে তাঁদের পূজা করলেন। ভগবান কৃষ্ণ তারপর বললেন, "এখন আমাদের জীবন সার্থক হল কারণ দেব-দুর্লভ মহান ঋষি ও যোগেশ্বরদের দর্শন, যা হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য, তা আমরা প্রাপ্ত হয়েছি। পবিত্র তীর্থস্থানের জল এবং ভগবানের শ্রীবিগ্রহ কেবলমাত্র দীর্ঘ সময়ের পরই কাউকে শুদ্ধ করে, কিন্তু সাধু-ঋষিরা দর্শন মাত্র শুদ্ধতা প্রদান করেন। যারা দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন এবং আপনাদের মতো মহান ঋষিদের সম্মান প্রদান করতে অবজ্ঞা করে, তারা গর্দভের চেয়ে উন্নত কিছু নয়।"

শ্রীকৃষ্ণের এই সকল কথা শ্রবণ করার পর ঋষিরা মোহিত হয়ে কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। অতঃপর তাঁরা বললেন, "আমাদের প্রভু কি অদ্ভুত। মনুষ্যতুল্য আচরণ এবং পরম নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়ের ভান করে তিনি তাঁর প্রকৃত স্বরূপকে আচ্ছন্ন রাখছেন। নিশ্চিতরূপে তিনি কেবলমাত্র সাধারণ জনসাধারণকে শিক্ষা প্রদানের জন্যই এইভাবে বলছেন। তাঁর এরূপ ব্যবহার প্রকৃতপক্ষে অচিন্ত্যনীয়।" ঋষিরা ভগবানকে ক্রমাগত পরমেশ্বর ভগবান, পরমাত্মা এবং ব্রাহ্মণদের সখা ও অর্চনাকারীরূপে বন্দনা করে যেতে লাগলেন।

ঋষিরা তাঁর স্তুতি করার পর, শ্রীকৃষ্ণ তাদের তাঁর প্রণাম নিবেদন করলেন এবং তাঁরা তাদের আশ্রমে ফিরে যাবার জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু

ঠিক তখন বসুদেব আগমন করলেন, ঋষিদের প্রণাম নিবেদন করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেউ কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য কোন কর্ম সম্পাদন করতে পারে?" ঋষিরা উত্তর করলেন, "বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান হরির আরাধনা করে আপনি কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন।" বসুদেব তখন ঋষিদের তাঁর পুরোহিত হতে অনুরোধ করলেন এবং তিনি অত্যুৎকৃষ্ট উপকরণাদি দিয়ে বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদনের আয়োজন করলেন। বসুদেব পরে পুরোহিতদেরকে বিবাহযোগ্যা ব্রাহ্মণকন্যা সহ মূল্যবান গাভী ও রত্নালঙ্কার উপহার প্রদান করলেন। তিনি যজ্ঞের সমাপ্তিসূচক আচারগত স্নান সম্পাদন করে সকলকে, এমনকি গ্রামের কুকুরদেরও সুস্বাদু খাদ্যে পূর্ণ ভোজ প্রদান করলেন। তারপর তিনি তাঁর আত্মীয়বর্গ, বিভিন্ন রাজা ও অন্যান্যদের প্রচুর উপহার প্রদান করলেন, তাঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে তাঁদের নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন।

তাঁর আত্মীয়বর্গের জন্য গভীর প্রীতিবশত প্রস্থানে অসমর্থ হয়ে নন্দ মহারাজ যাদবগণ দ্বারা শ্রদ্ধার সঙ্গে সেবিত হয়ে কুরুক্ষেত্রে তিন মাস অবস্থান করলেন। কোন এক উপলক্ষ্যে বসুদেব তাঁর প্রতি প্রদর্শিত নন্দ মহারাজের গভীর বন্ধুত্বের বর্ণনা করতে করতে সর্বসমক্ষে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। তিন মাস পর সকল যাদবের প্রীতিময় বিদায় সম্ভাষণের দ্বারা নন্দ মহারাজ মথুরার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। যাদবেরা যখন দেখলেন যে, বর্ষা ঋতু শুরু হতে চলেছে, তখন তাঁরা দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করে তাঁদের রাজধানীর বাসিন্দাদের কাছে কুরুক্ষেত্রের সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

শ্রুত্বা পৃথা সুবলপুত্র্যথ যাজ্ঞসেনী
মাধব্যথ ক্ষিতিপপত্ন্য উত স্বগোপ্যঃ ।
কৃষ্ণেঽখিলাত্মনি হরৌ প্রণয়ানুবন্ধং
সর্বা বিসিস্ম্যুরলমশ্রুকলাকুলাক্ষ্যঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **পৃথা**—কুন্তী; **সুবল-পুত্রী**—গান্ধারী, রাজা সুবলের কন্যা; **অথ**—এবং; **যাজ্ঞসেনী**—দ্রৌপদী; **মাধবী**—সুভদ্রা; **অথ**—এবং; **ক্ষিতি-প**—রাজাদের; **পত্ন্যঃ**—পত্নীরা; **উত**—ও; **স্ব**—(শ্রীকৃষ্ণের) নিজ; **গোপ্যঃ**—গোপীরা; **কৃষ্ণে**—কৃষ্ণের প্রতি; **অখিল**—সকলের;

আত্মনি—আত্মা; **হরৌ**—ভগবান হরি; **প্রণয়**—প্রণয়; **অনুবন্ধম্**—আসক্তি; **সর্বা**—তাদের সকলের; **বিসিস্ম্যুঃ**—বিস্মিত হয়েছিলেন; **অলম্**—অতিশয়; **অশ্রু-কলা**—অশ্রু দ্বারা; **আকুল**—পূর্ণ; **অক্ষ্যঃ**—লোচনে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—অখিলাত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাণীদের গভীর প্রণয়ের কথা শ্রবণ করে পৃথা, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, অন্যান্য রাজাদের পত্নীরা এবং গোপীরা বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁদের নেত্র অশ্রু পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর বর্ণনা অনুসারে যেহেতু দ্রৌপদী প্রশ্ন করেছিলেন আর তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের রাণীরা তাদের নিজ নিজ কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন তাই দ্রৌপদী ছিলেন এই শ্রেষ্ঠ রমণীদের সভার প্রধান শ্রোতা। যেহেতু এখানে উল্লেখিত গান্ধারী ও অন্যান্য রমণীদের নাম পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উপস্থিত ছিলেন বলেও উল্লেখ করা হয়নি। আচার্য শ্রীধর স্বামী তাই সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে, তাঁরা নিশ্চয়ই রাণীদের কাহিনী অন্য কারও কাছ থেকে শুনেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর জ্যেষ্ঠা পৃথা ও গান্ধারীর উপস্থিতিতে কিম্বা দ্বারকার মহিষীদের প্রতি যার মনোভাব বিশেষত সহানুভূতিপূর্ণ ছিল না, সেই গোপীদের উপস্থিতিতে দ্রৌপদী কখনই এত খোলামেলাভাবে কথা বলতে পারতেন না। তা সত্ত্বেও, গোপীদের ও রাণীদের মধ্যে কোন প্রীতিময় ঘনিষ্ঠতার কারণের চেয়েও, তাঁদের শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্মরণ হওয়ার কারণে গোপীরা অশ্রুপাত করতে করতে যোগদান করেছিলেন।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে, চিন্ময় জগতে সর্বদা পূর্ণ ঐক্য রয়েছে। শুদ্ধ ভক্তদের মধ্যে দৃশ্যত দ্বন্দ্ব, জড় ঈর্ষা ও বিবাদের মতো কিছু নয়। গোপীদের ঈর্ষা যতটা না ছিল তার চেয়ে বেশী প্রদর্শিত হত, তাঁদের দ্বারা এরূপ প্রদর্শন ছিল কৃষ্ণের জন্য তাঁদের উপছে পড়া প্রেমের এক আনন্দময় লক্ষণ। শ্রীল শ্রীধর স্বামীপাদ আরও বিশ্লেষণ করে বর্ণনা করছেন যে, *স্ব-গোপ্যঃ* বাক্যাংশটি এই ইঙ্গিত করছে যে, এই সকল গোপীরা ছিলেন রাণীদের *স্ব-স্বরূপ*, অর্থাৎ প্রকৃত আদিরূপ, রাণীরা ছিলেন যাদের বিশেষ প্রকাশ।

শ্লোক ২-৫

ইতি সম্ভাষমাণাসু স্ত্রীভিঃ স্ত্রীষু নৃভির্নৃষু ।
আযযুর্মুনয়স্তত্র কৃষ্ণরামদিদৃক্ষয়া ॥ ২ ॥

দ্বৈপায়নো নারদশ্চ চ্যবনো দেবলোঽসিতঃ ।
বিশ্বামিত্রঃ শতানন্দো ভরদ্বাজোঽথ গৌতমঃ ॥ ৩ ॥
রামঃ সশিষ্যো ভগবান্ বশিষ্ঠো গালবো ভৃগুঃ ।
পুলস্ত্যঃ কশ্যপোঽত্রিশ্চ মার্কণ্ডেয়ো বৃহস্পতিঃ ॥ ৪ ॥
দ্বিতস্ত্রিতশ্চৈকতশ্চ ব্রহ্মপুত্রাস্তথাঙ্গিরাঃ ।
অগস্ত্যো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ বামদেবাদয়োঽপরে ॥ ৫ ॥

ইতি—এইভাবে; **সম্ভাষমাণাসু**—তারা যখন কথোপকথন রত; **স্ত্রীভিঃ**—নারীর সঙ্গে; **স্ত্রীষু**—নারীগণ; **নৃভিঃ**—পুরুষের সঙ্গে; **নৃষু**—পুরুষগণ; **আযযুঃ**—উপস্থিত হলেন; **মুনয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **তত্র**—সেই স্থানে; **কৃষ্ণ-রাম**—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম; **দিদৃক্ষয়া**—দর্শনের আকাঙ্ক্ষায়; **দ্বৈপায়নঃ**—দ্বৈপায়ন বেদব্যাস; **নারদঃ**—নারদ; **চ**—এবং; **চ্যবনঃ দেবলঃ অসিতঃ**—চ্যবন, দেবল ও অসিত; **বিশ্বামিত্রঃ শতানন্দঃ**—বিশ্বামিত্র ও শতানন্দ; **ভরদ্বাজঃ অথ গৌতমঃ**—ভরদ্বাজ ও গৌতম; **রামঃ**—পরশুরাম; **স**—সহ; **শিষ্যঃ**—তার শিষ্যবৃন্দ; **ভগবান্**—ভগবানের অবতার; **বশিষ্ঠঃ গালবঃ ভৃগুঃ**—বশিষ্ঠ, গালব ও ভৃগু; **পুলস্ত্যঃ কশ্যপঃ অত্রিঃ চ**—পুলস্ত্য, কশ্যপ ও অত্রি; **মার্কণ্ডেয়ঃ বৃহস্পতিঃ**—মার্কণ্ডেয় ও বৃহস্পতি; **দ্বিতঃ ত্রিতঃ চ একতঃ চ**—দ্বিত, ত্রিত এবং একত; **ব্রহ্ম-পুত্রাঃ**—ব্রহ্মার পুত্রগণ (সনক, সনৎ, সনন্দ ও সনাতন); **তথা**—এবং; **অঙ্গিরাঃ**—অঙ্গিরা; **অগস্ত্যঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ চ**—অগস্ত্য ও যাজ্ঞবল্ক্য; **বামদেব-আদয়ঃ**—বামদেব প্রমুখ; **অপরে**—অন্যান্য।

অনুবাদ

এইভাবে নারীগণ যখন নারীর সঙ্গে এবং পুরুষেরা পুরুষের সঙ্গে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে দর্শনে আগ্রহী বেশ কয়েকজন মহান ঋষি সেখানে আগমন করলেন। তাঁরা হলেন দ্বৈপায়ন, নারদ, চ্যবন, দেবল, অসিত, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, গৌতম, ভগবান পরশুরাম ও তাঁর শিষ্যগণ, বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পুলস্ত্য, কশ্যপ, অত্রি, মার্কণ্ডেয়, বৃহস্পতি, দ্বিত, ত্রিত, একত কুমার চতুষ্টয়, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, যাজ্ঞবল্ক্য ও বামদেব।

শ্লোক ৬

তান্ দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় প্রাগাসীনা নৃপাদয়ঃ ।
পাণ্ডবাঃ কৃষ্ণরামৌ চ প্রণেমুর্বিশ্ববন্দিতান্ ॥ ৬ ॥

তান্—তাদের; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **সহসা**—তৎক্ষণাৎ; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **প্রাক্**—পূর্ব হতে; **আসীনাঃ**—উপবিষ্ট; **নৃপ-আদয়ঃ**—রাজাগণ ও অন্যান্যরা; **পাণ্ডবাঃ**—পাণ্ডবগণ; **কৃষ্ণ-রামৌ**—কৃষ্ণ ও বলরাম; **চ**—ও; **প্রণেমুঃ**—প্রণাম নিবেদন করলেন; **বিশ্ব**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দ্বারা; **বন্দিতান্**—যাঁরা সম্মানিত, তাঁদেরকে।

অনুবাদ

ঋষিদের আগমন করতে দর্শন করা মাত্র পাণ্ডব ভ্রাতারা, কৃষ্ণ-বলরাম সহ উপবিষ্ট রাজারা ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয়েরা তৎক্ষণাৎ উত্থিত হলেন। তাঁরা সকলে তখন বিশ্ববন্দিত সেই ঋষিদেরকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৭

তানার্চুর্যথা সর্বে সহরামোঽচ্যুতোঽর্চয়ৎ ।
স্বাগতাসনপাদ্যার্ঘ্যমাল্যধূপানুলেপনৈঃ ॥ ৭ ॥

তান্—তাঁদের; **আনর্চুঃ**—তাঁরা পূজা করলেন; **যথা**—যথাযথরূপে; **সর্বে**—তাঁদের সকলে; **সহ-রাম**—শ্রীবলরাম সহ; **অচ্যুতঃ**—এবং শ্রীকৃষ্ণ; **অর্চয়ৎ**—তাঁদের পূজা করলেন; **স্ব-আগত**—অভিনন্দন দ্বারা; **আসন**—আসন; **পাদ্য**—পাদধৌত করার জল; **অর্ঘ্য**—পান করার জল; **মাল্য**—পুষ্প মাল্য; **ধূপ**—ধূপ; **অনুলেপনৈঃ**—এবং চন্দন বাটা।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম এবং অন্যান্য রাজা ও নেতারা স্বাগত বচন, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, পুষ্পমাল্য, ধূপ ও বাটা চন্দন নিবেদনের মাধ্যমে যথাযথভাবে ঋষিদের পূজা করলেন।

শ্লোক ৮

উবাচ সুখমাসীনান্ ভগবান্ ধর্মগুপ্তনুঃ ।
সদস্তস্য মহতো যতবাচোঽনুশৃণ্বতঃ ॥ ৮ ॥

উবাচ—বললেন; **সুখম্**—সুখে; **আসীনান্**—উপবিষ্ট; **ভগবান্**—ভগবান; **ধর্ম**—ধর্মের; **গুপ্**—রক্ষার উপায়; **তনুঃ**—যার দেহ; **সদসঃ**—সভায়; **তস্য**—সেই; **মহতঃ**—মহাত্মাগণকে; **যত**—সংযত; **বাচঃ**—বাক্; **অনুশৃণ্বতঃ**—তারা যাতে সযত্নে শ্রবণ করেন।

অনুবাদ

ধর্মীয় নীতিসমূহকে যাঁর চিন্ময় দেহ রক্ষা করে সেই ভগবান কৃষ্ণ, ঋষিরা সুখে উপবিষ্ট হওয়ার পর সেই মহাসভা মধ্যে তাঁদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন। প্রত্যেকেই তা গভীর মনোযোগের সঙ্গে নীরবে শ্রবণ করছিলেন।

শ্লোক ৯

শ্রীভগবানুবাচ

অহো বয়ং জন্মভৃতো লব্ধং কার্ৎস্ন্যেন তৎফলম্ ।
দেবানামপি দুষ্প্রাপং যদ্‌যোগেশ্বরদর্শনম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **অহো**—অহো; **বয়ম্**—আমরা; **জন্ম-ভৃতঃ**—সার্থক জন্ম; **লব্ধম্**—প্রাপ্ত হয়েছি; **কার্ৎস্ন্যেন**—সর্বতোভাবে; **তৎ**—তার (জন্মের); **ফলম্**—ফল; **দেবানাম্**—দেবতাদের জন্য; **অপি**—ও; **দুষ্প্রাপম্**—দুর্লভ; **যৎ**—যা; **যোগ-ঈশ্বর**—যোগেশ্বর-গণের; **দর্শনম্**—দর্শন।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—যেহেতু আমরা জীবনের পরম উদ্দেশ্য, দেব-দুর্লভ, মহান যোগেশ্বরদের দর্শন প্রাপ্ত হয়েছি, প্রকৃতপক্ষে এখন আমাদের জীবন সার্থক হল।

তাৎপর্য

দেবতারা ব্রহ্মাণ্ডের শাসনকর্তারূপে বিশাল সুবিধা ভোগ করা সত্ত্বেও, তাঁরা কদাচিৎ নারদ ও ব্যাসদেবের মতো ঋষিদের দর্শন পান। তাহলে, পৃথিবীর রাজা আর গোপবালকদের পক্ষে তাঁদের দর্শন লাভ কতই না দুর্লভ হবে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ সামন্ত পঞ্চকে সমবেত সকল রাজা ও অন্যান্যদের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করে তাঁদের হয়ে কথা বললেন।

শ্লোক ১০

কিং স্বল্পতপসাং নৃণামর্চায়াং দেবচক্ষুষাম্ ।
দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নপ্রহ্বপাদার্চনাদিকম্ ॥ ১০ ॥

কিম্—কি; **সু-অল্প**—স্বল্প; **তপসাম্**—তপস্যা; **নৃণাম্**—মনুষ্যগণ; **অর্চয়াম্**—মন্দিরের বিগ্রহে; **দেব**—ভগবান; **চক্ষুষাম্**—বোধ; **দর্শন**—দর্শন করা; **স্পর্শন**—স্পর্শ করা; **প্রশ্ন**—প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা; **প্রহ্ব**—প্রণতি নিবেদন; **পাদ-অর্চন**—পাদদ্বয়ের অর্চনা; **আদিকম্**—প্রভৃতি।

অনুবাদ

অল্প তপস্যা পরায়ণ সেইসব মানুষেরা যারা ভগবানকে কেবল মন্দিরের বিগ্রহেই চিনতে পারে, তারা এখন কিভাবে আপনাদের দর্শন, স্পর্শন, প্রশ্ন, প্রণাম, পাদার্চনা ও অন্যভাবে আপনাদের সেবা করবে?

শ্লোক ১১

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ১১ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুত; **অপ**—জল; **ময়ানি**—ময়; **তীর্থানি**—পবিত্র স্থানসমূহ; **ন**—না; **দেবাঃ**—বিগ্রহ সকল; **মৃৎ**—পৃথিবীর; **শিলা**—শিলা; **ময়াঃ**—ময়; **তে**—তারা; **পুনন্তি**—শুদ্ধ করে; **উরু-কালেন**—দীর্ঘ সময় পর; **দর্শনাৎ**—দর্শন দ্বারা; **এব**—মাত্র; **সাধবঃ**—সাধুগণ।

অনুবাদ

জলময় ক্ষেত্রসমূহ প্রকৃত পবিত্র তীর্থ নয়, মৃন্ময় ও শিলাময় বিগ্রহ সকলও প্রকৃত আরাধ্য বিগ্রহ নয়। এইসমস্ত কিছু কাউকে কেবলমাত্র দীর্ঘ সময় পরে শুদ্ধ করে কিন্তু সাধু-ঋষিরা দর্শন মাত্রে একজনকে শুদ্ধ করে।

তাৎপর্য

যেহেতু ভগবান হচ্ছেন পরম—পরম আত্মা—তাঁর যে কোন প্রতিমূর্তি, তা সে পাথর, ছবি, শব্দ বা অন্য যে কোন স্বীকৃত মাধ্যমই হোক, সর্বোচ্চ চিন্ময় লোক, গোলোক বৃন্দাবনে তা তাঁর আদি রূপ থেকে অভিন্ন। কিন্তু সাধারণ দেবতারা অপরিমেয় রূপে ক্ষুদ্র আত্মা হওয়ায় তাঁরা পরম নন, আর তাই দেবতাদের প্রতিমূর্তি তাঁদের সঙ্গে অভিন্ন নয়। দেবতাদের আরাধনা কিম্বা পবিত্র স্থানে ধর্মীয় আচারগত স্নান তাদেরকে কেবলমাত্র সীমিত মঙ্গল দান করে যারা ভগবানের চিন্ময়তায় বিশ্বাসহীন।

অপরপক্ষে ব্যাসদেব, নারদ ও চতুঃস্বন কুমারদের মতো মহান বৈষ্ণব সাধুরা যেহেতু সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন, তাই তাঁরা হচ্ছেন সচল তীর্থ। তাঁদের এক মুহূর্তের সঙ্গও, বিশেষত তাঁদের দ্বারা কীর্তিত ভগবানের মহিমা শ্রবণ কাউকে সকল জড় বন্ধন থেকে উদ্ধার করতে পারে। রাজা যুধিষ্ঠির যেমন বিদুরকে বলেছেন—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো ।
তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥

"হে প্রভু, আপনার মতো মহান ভগবদ্ভক্তরাই স্বয়ং পবিত্র তীর্থধাম স্বরূপ। কারণ আপনাদের হৃদয়ে অবস্থিত গদাধারী পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পবিত্রতা বহন করে সমস্ত স্থানকেই তীর্থে পরিণত করে থাকেন। (*ভাগবত* ১/১৩/১০)

শ্লোক ১২

নাগ্নির্ন সূর্যো ন চ চন্দ্রতারকা
ন ভূর্জলং খং শ্বসনোঽথ বাঙ্মনঃ ।
উপাসিতা ভেদকৃতো হরন্ত্যঘং
বিপশ্চিতো ঘ্নন্তি মুহূর্তসেবয়া ॥ ১২ ॥

ন—না; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **ন**—না; **সূর্যঃ**—সূর্য; **ন**—না; **চ**—এবং; **চন্দ্র**—চন্দ্র; **তারকাঃ**—এবং তারকাসমূহ; **ন**—না; **ভূঃ**—মাটি; **জলম্**—জল; **খম্**—আকাশ; **শ্বসনঃ**—বায়ু; **অথ**—বা; **বাক্**—বাক্য; **মনঃ**—মন; **উপাসিতাঃ**—উপাসনা; **ভেদ**—ভেদবুদ্ধি (নিজের ও অন্যান্য জীবের মধ্যে); **কৃতঃ**—যে করে; **হরন্তি**—তারা হরণ করে; **অঘম্**—পাপসমূহ; **বিপশ্চিতঃ**—জ্ঞানী মানুষেরা; **ঘ্নন্তি**—বিনষ্ট করে; **মুহূর্ত**—মুহূর্তের জন্য; **সেবয়া**—সেবা দ্বারা।

অনুবাদ

অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, তারকা, মাটি, জল, আকাশ, বায়ু, বাক্য ও মনের দায়িত্বপ্রাপ্ত দেবতারা, তাদের ভেদবুদ্ধিকারী উপাসকদের পাপসমূহ দূর করতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানী ঋষিদের প্রতি মুহূর্তের সশ্রদ্ধ সেবাও কারোর পাপ বিনাশ করে।

তাৎপর্য

ভগবানের একজন অপরিণত ভক্ত ভগবানের বিগ্রহকে দিব্য, এবং আর সবকিছুকে এমন কি ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তকেও জড় বলে মনে করতে পারে। তবুও, যেহেতু সে ভগবান বিষ্ণুর পরম অবস্থানকে হৃদয়ঙ্গম করেছে, তাই এই ধরনের ভক্ত দেবতাদের জাগতিক উপাসকদের চেয়েও উন্নত স্তরে অবস্থান করছে আর তাই সে সম্মানের যোগ্য।

ভক্তি জীবনের নিম্নস্তর থেকে যাঁরা উন্নত হতে চান, তাঁদের এই শ্লোকে সরাসরিভাবে অথবা উন্নত ঋষিদের নির্দেশ শ্রবণ করার মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একজন কনিষ্ঠ ভক্ত হয়ত নিরীহ প্রাণীর প্রতি হিংসাজনিত পাপ থেকে মুক্ত, কিন্তু যতক্ষণ না ভক্তিপথে সে অত্যন্ত উন্নত হচ্ছে ততক্ষণ তাকে অবশ্যই মিথ্যা অহংকার, শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণবদের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং পীড়িত জীবের

প্রতি সহানুভূতিহীনতার সূক্ষ্ম কলুষের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। এই সকল অপরিণত লক্ষণসমূহের শ্রেষ্ঠ প্রতিকার হচ্ছে শুদ্ধ বৈষ্ণবদের কাছ থেকে শ্রবণ করা, তাঁদের সম্মান করা এবং পতিত বদ্ধ জীবদের উদ্ধারের কাজে তাঁদের সহায়তা করা।

শ্লোক ১৩

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥ ১৩ ॥

যস্য—যার; **আত্ম**—তার আত্মা রূপে; **বুদ্ধিঃ**—ধারণা; **কুণপে**—মৃতদেহ তুল্য দেহে; **ত্রি-ধাতুকে**—তিনটি মূল উপাদানে প্রস্তুত; **স্ব**—তার নিজের; **ধীঃ**—ধারণা; **কলত্র-আদিষু**—পত্নী প্রভৃতিতে; **ভৌমে**—পৃথিবীতে; **ইজ্য**—আরাধ্যরূপে; **ধীঃ**—ধারণা; **যৎ**—যার; **তীর্থ**—তীর্থস্থানরূপে; **বুদ্ধিঃ**—ধারণা; **সলিলে**—জলে; **ন কর্হিচিৎ**—কখনও না; **জনেষু**—জনে; **অভিজ্ঞেষু**—জ্ঞানী; **সঃ**—সে; **এব**—বস্তুত; **গঃ**—একটি গাভী; **খরঃ**—একটি গাধা।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি কফ, পিত্ত ও বায়ু—এই ত্রিধাতু-বিশিষ্ট দেহরূপ থলিটিকে আত্মা বলে মনে করে, স্ত্রী-পুত্রাদিকে স্বজন বলে মনে করে, জন্মভূমিকে পূজ্য বলে মনে করে, তীর্থে গিয়ে তীর্থের জলকেই তীর্থ বলে মনে করে তাতে স্নান করে অথচ তীর্থবাসী অভিজ্ঞ সাধুদের সঙ্গ করে না, সে একটি গরু বা গাধা থেকে কোন অংশেই উৎকৃষ্ট নয়।

তাৎপর্য

আত্ম-অহংকার থেকে মুক্তির দ্বারাই কারো প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শিত হয়। যেমন *বৃহস্পতি সংহিতায়* উল্লেখ করা হয়েছে—

অজ্ঞাতভগবদ্ধর্মা মন্ত্রজ্ঞানসংবিদঃ ।
নরাস্তে গোখরা জ্ঞেয়া অপি ভূপালবন্দিতাঃ ॥

'যে মানুষেরা ভগবদ্ভক্তির নীতিসমূহ জানে না, তারা বৈদিক মন্ত্রের প্রায়োগিক বিশ্লেষণে দক্ষ হলেও এবং বিশ্ব নেতাদের দ্বারা আদরণীয় হলেও তারা গরু ও গাধার পর্যায়ভুক্ত।"

মধ্যম শ্রেণীভুক্ত স্তরের দিকে অগ্রসরমান একজন কনিষ্ঠ বৈষ্ণব নিজেকে প্রকৃত পারমার্থিক পথ প্রতিষ্ঠাকারী ঋষিদের সঙ্গে একীভূত বলে মনে করে, যদিও তখনও তার দেহ, পরিবার প্রভৃতির প্রতি নিকৃষ্ট কিছু জাগতিক আসক্তি রয়েছে। এই ধরনের ভগবদ্ভক্তরা গরু-গাধার মতো মূর্খ নয়। কিন্তু তিনিই পরম সুন্দর বৈষ্ণব, যিনি ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেছেন এবং একই সঙ্গে মায়িক আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত হয়েছেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে *ভৌম ইজ্যধী* অর্থাৎ "মৃত্তিকা নির্মিত মূর্তিকে যে আরাধ্য মনে করে "কথাটি মন্দিরে পরমেশ্বর ভগবানের বিগ্রহকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়নি তা দেবতাদের বিগ্রহের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে এবং *যস্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে* অর্থাৎ "যে তীর্থস্থানে কেবল জল দর্শন করে" কথাটি গঙ্গা ও যমুনার মতো পবিত্র নদীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়নি, তা কম গুরুত্বপূর্ণ নদীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।

শ্লোক ১৪

শ্রীশুক উবাচ

নিশম্যেত্থং ভগবতঃ কৃষ্ণস্যাকুণ্ঠমেধসঃ ।
বচো দুরন্বয়ং বিপ্রাস্তূষ্ণীমাসন্ ভ্রমদ্ধিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **ইত্থম্**—এরূপ; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **কৃষ্ণস্য**—কৃষ্ণের, **অকুণ্ঠ**—অকুণ্ঠ; **মেধসঃ**—যার জ্ঞান; **বচঃ**—বাক্যসমূহ; **দুরন্বয়ম্**—হৃদয়ঙ্গমে দুরূহ; **বিপ্রাঃ**—বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ; **তূষ্ণীম্**—নীরব; **আসন্**—ছিলেন; **ভ্রমৎ**—বিভ্রান্ত; **ধীয়ঃ**—চিত্ত।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—অসীম জ্ঞানী ভগবান কৃষ্ণের কাছ থেকে এরূপ দুর্বোধ্য বাক্যসমূহ শ্রবণ করে তাঁরা বিভ্রান্ত চিত্ত হয়ে নীরব রইলেন।

শ্লোক ১৫

চিরং বিমৃশ্য মুনয় ঈশ্বরস্যেশিতব্যতাম্ ।
জনসংগ্রহ ইত্যূচুঃ স্ময়ন্তস্তং জগদ্গুরুম্ ॥ ১৫ ॥

চিরম্—কিছু সময়ের জন্য; **বিমৃশ্য**—চিন্তা করে; **মুনয়ঃ**—ঋষিরা; **ঈশ্বস্য**—পরমেশ্বরের; **ঈশিতব্যতাম্**—নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ার অবস্থান; **জন-সংগ্রহঃ**—সাধারণ মানুষের শিক্ষা; **ইতি**—এইভাবে (সিদ্ধান্ত করে); **উচুঃ**—তাঁরা বললেন; **স্মরন্তঃ**—হাসতে হাসতে; **তম্**—তাঁকে; **জগৎ-গুরুম্**—শ্রীকৃষ্ণকে।

অনুবাদ

বদ্ধ জীবের মতো ভগবানের ব্যবহারে ঋষিরা কিছু সময়ের জন্য বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁরা সিদ্ধান্তে এলেন যে, সাধারণ মানুষের শিক্ষার জন্য তিনি এভাবে আচরণ করেছিলেন। তাই তাঁরা হাসলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, *ঈশিতব্যতা* কথাটি কর্মবিধির অধীন হয়ে কর্ম করা ও কারো কর্মফল প্রাপ্ত হওয়ার বাধ্য থাকার অর্থে উল্লেখ করা হয়েছে। ঋষিদের উদ্দেশ্যে বলার সময় সাধু বৈষ্ণবদের সেবা ও শ্রবণের উপর গুরুত্ব প্রদানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ একজন অধীন জীবের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান পারমার্থিক আত্মনিবেদনেরও পরম শিক্ষক।

শ্লোক ১৬

শ্রীমুনয় ঊচুঃ

যন্মায়য়া তত্ত্ববিদুত্তমা বয়ং
বিমোহিতা বিশ্বসৃজামধীশ্বরাঃ ।
যদীশিতব্যায়তি গূঢ় ঈহয়া
অহো বিচিত্রং ভগবদ্বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৬ ॥

শ্রীমুনয়ঃ ঊচুঃ—মহান ঋষিরা বললেন; **যৎ**—যাঁর; **মায়য়া**—মায়া শক্তি দ্বারা; **তত্ত্ব**—সত্যের; **বিৎ**—জ্ঞাতাগণ; **উত্তমাঃ**—শ্রেষ্ঠ; **বয়ম্**—আমরা; **বিমোহিতাঃ**—বিভ্রান্ত; **বিশ্ব**—বিশ্বের; **সৃজম্**—স্রষ্টার; **অধীশ্বরাঃ**—প্রধান; **যৎ**—এই সত্য; **ঈশিতব্যায়তি**—(ভগবান) উচ্চ নিয়ন্ত্রণের প্রজা হওয়ার ভান করেন; **গূঢ়ঃ**—গুপ্ত; **ঈহয়া**—তাঁর কার্যকলাপ দ্বারা; **অহো**—অহো; **বিচিত্রম্**—অদ্ভুত; **ভগবৎ**—ভগবানের; **বিচেষ্টিতম্**—আচরণ।

অনুবাদ

মহান ঋষিরা বললেন—আপনার মায়াশক্তি প্রজাপতিদের অধীশ্বর ও তত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমাদেরও সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত করেছে। অহো, পরমেশ্বরের আচরণ কি অদ্ভুত! আপনি নিজেকে আপনার মনুষ্যতুল্য আচরণ দ্বারা আবৃত রাখেন এবং পরম নিয়ন্ত্রণের বিষয় হওয়ার ভান করেন।

তাৎপর্য

ঋষিরা ভগবানের বক্তব্যকে দুর্জ্ঞেয় (*দুরন্বয়ম্*) রূপে বর্ণনা করছেন। কিভাবে তা দুর্জ্ঞেয় তা এখানে বলা হয়েছে—যখন তিনি তাঁর নিজ ভৃত্য রূপে স্বয়ং তাঁর

বশ্যতা স্বীকার করে ক্রীড়া করেন, তাঁর বচন ও আচরণ পরম জ্ঞানীদেরও বিমোহিত করে।

শ্লোক ১৭

অনীহ এতদ্ বহুধৈক আত্মনা
সৃজত্যবত্যত্তি ন বধ্যতে যথা ।
ভৌমৈর্হি ভূমির্বহুনামরূপিণী
অহো বিভূম্নশ্চরিতং বিড়ম্বনম্ ॥ ১৭ ॥

অনীহঃ—অক্রিয়; **এতৎ**—এই (ব্রহ্মাণ্ড); **বহুধা**—বহুপ্রকার; **একঃ**—এক; **আত্মনা**—স্বয়ং তাঁর দ্বারা; **সৃজতি**—তিনি সৃষ্টি করেন; **অবতি**—পালন করেন; **অত্তি**—সংহার করেন; **ন বধ্যতে**—বদ্ধ হন না; **যথা**—যেমন; **ভৌমৈঃ**—মাটির রূপান্তরের মাধ্যমে; **হি**—বস্তুত; **ভূমিঃ**—মাটি; **বহু**—অনেক; **নাম-রূপিণী**—নাম ও রূপ ধারণ করে; **অহো**—অহো, **বিভূম্নঃ**—সর্বশক্তিমানের; **চরিতম্**—কার্যাবলী; **বিড়ম্বনম্**—একটি ছল।

অনুবাদ

ভূমি স্বরূপত এক হলেও ঘট প্রভৃতি বিকারভেদে যেরূপ বিবিধ নাম ও আকৃতি ধারণ করে, সেইরূপ আপনি স্বরূপত এক এবং অক্রিয় হয়েও নিজ স্বরূপ দ্বারা বহুরূপে এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করে থাকেন, অথচ নিজে কর্মফলে বদ্ধ হন না। সেইরকম পরিপূর্ণ স্বরূপ আপনার জন্ম-চরিত আদি অনুকরণ মাত্র, বস্তুত সত্য নয়।

তাৎপর্য

তাঁর স্বয়ংসম্পূর্ণতার হ্রাস ব্যতীত, এক পরমেশ্বর নিজেকে বহুরূপে বিস্তার করেন। কারোর বা অন্য কিছুর উপর নির্ভরতা ব্যতীত তিনি তা অবলীলাক্রমে করেন। ভগবানের আত্ম-বিস্তারের এই অতীন্দ্রিয় পন্থা স্বয়ং তিনি ছাড়া অন্য সকলেরই ধারণার অতীত, কিন্তু ভূমি ও তার বহুপ্রকার উৎপাদনের উদাহরণটি কিছু ধারণা যোগানোর পক্ষে যথেষ্ট সাদৃশ্যতা বহন করে। একই উদাহরণ *ছান্দোগ্য উপনিষদের* (৬/১) একটি প্রায়ই উচ্চারিত অংশেও উপস্থাপন করা হয়েছে *বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্য এব সত্যম্* অর্থাৎ "ভূমির রূপান্তরসমূহ নামকরণের পন্থার মৌখিক সৃষ্টি মাত্র; ভূমি বস্তুটি স্বয়ং একমাত্র সত্য।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামী প্রস্তাব করছেন যে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকটি ভগবান কৃষ্ণের পক্ষ থেকে একটি সম্ভাব্য প্রতিবাদের উত্তর—"আমি যদি বসুদেবের পুত্র হই তাহলে কিভাবে আমি জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করতে পারি?" *অহো*

বিভুম্নশ্চরিতং বিড়ম্বনম্ কথাটির মাধ্যমে এর উত্তর প্রদান করা হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে—"আপনি হচ্ছেন সম্পূর্ণরূপে অখণ্ড বস্তু এবং আপনার জন্ম ও লীলা জড় জগতের এক সাধারণ ব্যক্তির কার্যাবলীর অনুকরণ মাত্র। আপনি কেবলমাত্র উচ্চতম নিয়ন্ত্রণের অধীন হওয়ার ছল করেন।"

শ্লোক ১৮

অথাপি কালে স্বজনাভিগুপ্তয়ে
বিভর্ষি সত্ত্বং খলনিগ্রহায় চ ।
স্বলীলয়া বেদপথং সনাতনং
বর্ণাশ্রমাত্মা পুরুষঃ পরো ভবান্ ॥ ১৮ ॥

অথ-অপি—তথাপি; **কালে**—সঠিক সময়ে; **স্ব-জন**—আপনার ভক্তবৃন্দের; **অভিগুপ্তয়ে**—রক্ষার জন্য; **বিভর্ষি**—আপনি ধারণ করেন; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **খল**—দুষ্টের; **নিগ্রহায়**—নিগ্রহের জন্য; **চ**—এবং; **স্ব**—আপনার; **লীলয়া**—লীলাসমূহ দ্বারা; **বেদ-পথম্**—বেদের পথ; **সনাতনম্**—নিত্য; **বর্ণ-আশ্রম্**—বর্ণাশ্রম; **আত্মা**—আত্মা; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **পরঃ**—পরম; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

তথাপি, উপযুক্ত সময়ে আপনার ভক্তদের সুরক্ষা ও দুষ্টের দমনের জন্য আপনি শুদ্ধসত্ত্বময় রূপ ধারণ করেন। এইভাবে আপনি, বর্ণাশ্রম ধর্মের আত্মা, পরমেশ্বর ভগবান, আপনার আনন্দময় লীলাসমূহ উপভোগের মাধ্যমে বেদের নিত্য পথটিকে পালন করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি ভগবৎ চেতনায় উদ্দীপ্ত সাধারণ জনগণ (*জন-সংগ্রহ*) এবং তাঁর জড় আচরণের অনুকরণকে বর্ণনা করছে। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই শুদ্ধ, তাই এই জগতে অবতরণকালীন যে শরীর তিনি প্রকাশ করেন তা জাগতিক সত্ত্বগুণ দ্বারা স্পর্শিত হয় না; বরং তা বিশুদ্ধ সত্ত্ব নামক পূর্ণ সত্ত্বের প্রকাশ, যে চিন্ময় বস্তু তাঁর মূল রূপকে গঠন করে।

শ্লোক ১৯

ব্রহ্ম তে হৃদয়ং শুক্লং তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ ।
যত্রোপলব্ধং সদ্ব্যক্তমব্যক্তং চ ততঃ পরম্ ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্ম—বেদ; **তে**—আপনার; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **শুক্লম্**—শুদ্ধ; **তপঃ**—তপশ্চর্যা দ্বারা; **স্বাধ্যায়**—অধ্যয়ন; **সংযমৈঃ**—এবং আত্ম-সংযম; **যত্র**—যে; **উপলব্ধম্**—অনুধাবন করেন; **সৎ**—শুদ্ধ চিন্ময় অস্তিত্ব; **ব্যক্তম্**—কার্য; **অব্যক্তম্**—কারণ; **চ**—এবং; **ততঃ**—সেই; **পরম্**—চিন্ময়।

অনুবাদ

বেদসমূহ হচ্ছে আপনার অমলিন হৃদয় এবং তাদের মাধ্যমে তপশ্চর্যা, অধ্যয়ন ও আত্ম-সংযম দ্বারা কেউ ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং উভয়ের মধ্যেই চিন্ময় অস্তিত্বের শুদ্ধতা অনুভব করতে পারেন।

তাৎপর্য

ব্যক্ত অর্থাৎ "প্রকাশিত" এই জগতের দৃশ্য বস্তুর অন্তর্ভুক্ত এবং *অব্যক্ত* হচ্ছে জগত সৃষ্টির নিহিত সূক্ষ্ম কারণসমূহের অন্তর্ভুক্ত। বেদসমূহ ব্রহ্মের চিন্ময় রাজত্বের দিকে নির্দেশ করে যা সকল জড় কারণ ও ফলের অতীত।

শ্লোক ২০

তস্মাদ্ ব্রহ্মকুলং ব্রহ্মন্ শাস্ত্রযোনেস্ত্বমাত্মনঃ ।
সভাজয়সি সদ্ধাম তদ্ ব্রহ্মণ্যাগ্রণীর্ভবান্ ॥ ২০ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণগণের; **কুলম্**—সম্প্রদায়ের প্রতি; **ব্রহ্মন্**—হে পরম ব্রহ্ম; **শাস্ত্র**—শাস্ত্র; **যোনেঃ**—যাদের উপলব্ধি নিমিত্ত; **ত্বম্**—আপনি; **আত্মনঃ**—আপনার; **সভাজয়সি**—সম্মান প্রদর্শন করেন; **সৎ**—সঠিক; **ধাম**—আলয়; **তৎ**—ফলস্বরূপ; **ব্রহ্মণ্য**—যারা ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাদের; **অগ্রণীঃ**—অগ্রণী; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

অতএব, হে পরম ব্রহ্ম, আপনি ব্রাহ্মণকুলের সদস্যদের সম্মান জ্ঞাপন করেন কারণ তাঁরাই যোগ্য প্রতিনিধি যাঁদের মাধ্যমে বেদসমূহের প্রমাণের দ্বারা কেউ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। সেই কারণে আপনি ব্রাহ্মণদের অগ্রণী পূজক।

শ্লোক ২১

অদ্য নো জন্মসাফল্যং বিদ্যায়াস্তপসো দৃশঃ ।
ত্বয়া সঙ্গম্য সদ্‌গত্যা যদন্তঃ শ্রেয়সাং পরঃ ॥ ২১ ॥

অদ্য—আজ; **নঃ**—আমাদের; **জন্ম**—জন্মের; **সাফল্যম্**—সাফল্য; **বিদ্যায়াঃ**—শিক্ষার; **তপসঃ**—তপশ্চর্যার; **দৃশঃ**—দৃষ্টিশক্তির; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **সঙ্গম্য**—সঙ্গ লাভ করে; **সৎ**—সাধুদের; **গত্যা**—যিনি লক্ষ্য; **যৎ**—কারণ; **অন্তঃ**—সীমা; **শ্রেয়সাম্**—মঙ্গল; **পরঃ**—পরম।

অনুবাদ

আজ আমরা সাধুজনের পরম গতি আপনার সঙ্গলাভ করে বিদ্যা, তপস্যা, চক্ষু এবং জন্মের সাফল্য প্রাপ্ত হয়েছি। যেহেতু আপনি নিখিল মঙ্গলসমূহের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ।

তাৎপর্য

তাদেরকে ভগবানের পূজার বিনিময়ে ঋষিরা এখানে ভগবানের জন্য তাদের শ্রদ্ধার তুলনামূলক পার্থক্য প্রদর্শন করছেন। অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের পূজা করেন, যদিও তিনি প্রকৃতপক্ষে পরম স্বতন্ত্র। অপরপক্ষে ব্রাহ্মণরা যাঁরা তাঁর পূজা করেন তাঁরা তাঁদের কল্পনাতীত অধিক নিজেদের মঙ্গল সাধন করেন।

শ্লোক ২২

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে ।
স্বযোগমায়য়াচ্ছন্নমহিম্নে পরমাত্মনে ॥ ২২ ॥

নমঃ—নমস্কার করি; **তস্মৈ**—তাঁকে; **ভগবতে**—ভগবান; **কৃষ্ণায়**—কৃষ্ণ; **অকুণ্ঠ**—অকুণ্ঠ; **মেধসে**—যার জ্ঞান; **স্ব**—তাঁর নিজ; **যোগ-মায়য়া**—অন্তরঙ্গা মায়া শক্তি দ্বারা; **আচ্ছন্ন**—আচ্ছন্ন; **মহিম্নে**—যাঁর মহিমাসমূহ; **পরম-আত্মনে**—পরমাত্মা।

অনুবাদ

আমরা অকুণ্ঠ বুদ্ধি পরমাত্মাস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণকে নমস্কার করি, যিনি তাঁর অতীন্দ্রিয় যোগমায়া দ্বারা তাঁর মহিমাকে আচ্ছন্ন করেছেন।

তাৎপর্য

ভগবানের পূজা থেকে প্রাপ্ত হওয়া কোনরকম ভবিষ্যতের লাভ ব্যতীত, তাঁর প্রতি নির্ভরতা ও তাঁর দাসত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে প্রণাম নিবেদন করা প্রতিটি ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। ভগবান কৃষ্ণ সুপারিশ করছেন,

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥

"তোমার মনকে সর্বদা আমার ভাবনায় নিযুক্ত কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে প্রণাম নিবেদন কর ও আমাকে পূজা কর। সম্পূর্ণরূপে আমাতে মগ্ন হয়ে নিশ্চিতরূপে তুমি আমার কাছে আগমন করবে।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/৩৪)

শ্লোক ২৩

ন যং বিদন্ত্যমী ভূপা একারামাশ্চ বৃষ্ণয়ঃ ।
মায়াজবনিকাচ্ছন্নমাত্মানং কালমীশ্বরম্ ॥ ২৩ ॥

ন—না; **যম্**—যাকে; **বিদন্তি**—জানে; **অমী**—এই সকল; **ভূ-পাঃ**—রাজারা; **এক**—একত্রে; **আরামাঃ**—উপভোগরত; **চ**—এবং; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিরা; **মায়া**—মায়ার দিব্য শক্তির; **জবনিকা**—যবনিকা দ্বারা; **আচ্ছন্নম্**—আচ্ছন্ন; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **কালম্**—কাল; **ঈশ্বরম্**—পরম নিয়ন্তা।

অনুবাদ

এই সকল রাজারা অথবা আপনার অন্তরঙ্গ সঙ্গ উপভোগরত বৃষ্ণিরাও আপনাকে সর্বান্তর্যামী, কালবেগ ও পরম নিয়ন্তারূপে জানতে পারে না। তাদের কাছে আপনি মায়ার যবনিকা দ্বারা আচ্ছন্ন রয়েছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, ভগবান কৃষ্ণ যে প্রতিটি সৃষ্ট জীবের হৃদয়ে বাসকারী পরমাত্মাস্বরূপ তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ভগবান কৃষ্ণের পরিবার, বৃষ্ণিরা ছিলেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কুরুক্ষেত্রের সেই সকল রাজারা যারা কৃষ্ণভক্ত ছিলেন না, তাঁকে সব কিছুর সংহারক কাল রূপে চিনতে পারেন নি। ভক্ত ও অভক্তরা উভয়েই মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত ছিলেন, কিন্তু পৃথকভাবে। জড়বাদীদের জন্য মায়া হচ্ছে বিভ্রান্তি, কিন্তু বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রে সে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি বা যোগমায়া রূপে কার্য করে ভগবানের মহিমা সম্বন্ধীয় চেতনাকে আচ্ছন্ন রাখেন এবং তাদেরকে ভগবানের নিত্য আনন্দময় লীলাসমূহে যুক্ত করেন।

শ্লোক ২৪-২৫

যথা শয়ানঃ পুরুষ আত্মানং গুণতত্ত্বদৃক্ ।
নামমাত্রেন্দ্রিয়াভাতং ন বেদ রহিতং পরম্ ॥ ২৪ ॥
এবং ত্বা নামমাত্রেষু বিষয়েষ্বিন্দ্রিয়েহয়া ।
মায়য়া বিভ্রমচ্চিত্তো ন বেদ স্মৃত্যুপপ্লবাৎ ॥ ২৫ ॥

যথা—যেমন; **শয়ানঃ**—নিদ্রিত; **পুরুষঃ**—এক পুরুষ; **আত্মানম্**—নিজেকে; **গুণ**—গৌণ; **তত্ত্ব**—প্রকৃত সত্তার; **দৃক্**—যার দৃষ্টি; **নাম**—নামসমূহ দ্বারা; **মাত্র**—এবং রূপসমূহ; **ইন্দ্রিয়**—তার মনের দ্বারা; **আভাতম্**—প্রকাশিত; **ন বেদ**—সে জানে না; **রহিতম্**—ভিন্ন; **পরম্**—বর; **এবম্**—একইরূপে; **ত্বা**—আপনি; **নাম-মাত্রেষু**—নাম ও রূপসমূহ সমন্বিত; **বিষয়েষু**—জাগতিক উপলব্ধির বিষয়ে; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহের; **ঈহয়া**—প্রবৃত্তি দ্বারা; **মায়য়া**—আপনার মায়িক শক্তির প্রভাবের কারণে; **বিভ্রমৎ**—মোহিত হয়ে; **চিত্তঃ**—যার চেতনা; **ন বেদ**—একজন জানে না; **স্মৃতি**—তার স্মৃতির; **উপপ্লবাৎ**—বিনাশবশত।

অনুবাদ

একজন নিদ্রিত ব্যক্তি, স্বপ্ন থেকে পৃথক তার জাগ্রত পরিচয় ভুলে গিয়ে, নিজেকে বিভিন্ন নাম ও রূপে দর্শন করে এক পরিবর্ত বাস্তবতায় নিজেকে কল্পনা করে। একইভাবে, মায়া দ্বারা যার চেতনা বিভ্রান্ত সে কেবল জাগতিক বিষয়সমূহের নাম ও রূপসমূহ ধারণা করতে পারে। এইভাবে এরূপ ব্যক্তি তার স্মৃতি হারিয়ে আপনাকে জানতে পারে না।

তাৎপর্য

ঠিক যেমন একজন ব্যক্তির স্বপ্ন হচ্ছে তার স্মৃতি ও আকাঙ্ক্ষার ভাণ্ডার থেকে সৃষ্ট হওয়া এক গৌণ বাস্তবতা, তেমনি এই জগৎ ভগবানের নিকৃষ্ট সৃষ্টি রূপে বর্তমান, তার কাছ থেকে বাস্তবে কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন নয়। আর ঠিক একজন ঘুম থেকে উত্থিত ব্যক্তি যেমন তার জাগ্রত জীবনের সর্বোচ্চ বাস্তবতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি ভগবানেরও রয়েছে তাঁর স্বতন্ত্র, উচ্চতম বাস্তবতা যা এই জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জানা সমস্তকিছুর অতীত। ভগবানের নিজের কথায়—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥

"অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই। যদিও সবকিছুই আমারই সৃষ্ট তবুও তারা আমাতে অবস্থিত নয়। আমার যোগৈশ্বর্য দর্শন কর। যদিও আমি সমস্ত জীবের ধারক এবং যদিও আমি সর্বব্যাপ্ত, তবুও আমি সমস্ত সৃষ্টির উৎস।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/৪-৫)

শ্লোক ২৬

তস্যাদ্য তে দদৃশিমাঙ্ঘ্রিমঘৌঘমর্ষ-
তীর্থাস্পদং হৃদি কৃতং সুবিপক্কযোগৈঃ ।
উৎসিক্তভক্ত্যুপহতাশয়জীবকোশা
আপূর্ভবদ্গতিমথানুগৃহাণ ভক্তান্ ॥ ২৬ ॥

তস্য—তাঁর; অদ্য—আজ; তে—আপনার; দদৃশিম্—আমরা দর্শন করেছি; অঙ্ঘ্রিম্—চরণযুগল; অঘ—পাপের; ওঘ—বন্যা; মর্ষ—যা ধ্বংস করে; তীর্থ—পবিত্র তীর্থস্থানের (গঙ্গা); আস্পদম্—উৎস; হৃদি—হৃদয়ে; কৃতম্—স্থাপিত; সু—সু; বিপক্ক—পরিণত; যোগৈঃ—তাদের দ্বারা যাদের যোগাভ্যাস; উৎসিক্ত—সম্পূর্ণরূপে উন্নত; ভক্তি—ভক্তি দ্বারা; উপহত—বিধ্বস্ত; আশয়—জড় মানসিকতা; জীব—জীবের; কোশাঃ—কোশ; আপুঃ—তারা প্রাপ্ত হয়; ভবৎ—আপনার; গতিম্—গতি; অথ—তাই; অনুগৃহাণ—দয়া করে অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন; ভক্তান্—আপনার ভক্তদের।

অনুবাদ

আজ আমরা সর্বপাপ ধৌতকারী পবিত্র গঙ্গার উৎস আপনার চরণযুগলকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেছি। সিদ্ধ যোগীরা বড় জোর তাদের হৃদয় অভ্যন্তরে আপনার চরণযুগলের ধ্যান করতে পারে। কিন্তু যারা সর্বতোভাবে আপনাকে ভক্তি প্রদান করে কেবলমাত্র তারাই এইভাবে আত্মার আচ্ছাদন—জাগতিক মনকে—পরাজিত করে এবং তাদের পরম গতি রূপে আপনাকে প্রাপ্ত হয়। তাই দয়া করে আপনার ভক্ত, আমাদের উপর কৃপা প্রদর্শন করুন।

তাৎপর্য

পবিত্র নদী গঙ্গার সকল রকম পাপকর্মফল বিনাশের শক্তি রয়েছে কারণ তিনি ভগবানের চরণকমল উদ্ভূতা আর তাই তিনি ভগবানের চরণধূলি সমন্বিতা। এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করে শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন, "ভগবান যদি মুনিদেরকে উপদেশ প্রদান করতেন যে তাদের নিজেদের ভক্তি অনুশীলনের কোন প্রয়োজন নেই কেননা তারা ইতিমধ্যেই তপশ্চর্যা ও পারমার্থিক জ্ঞানে অনেক উন্নত, তবু তারা এমন এক প্রস্তাব শ্রদ্ধার সঙ্গে এই বলে প্রত্যাখ্যান করতেন যে কেবলমাত্র সেই সব যোগীরা যারা শুদ্ধভক্তিতে কৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার মাধ্যমে তাদের জড় মন ও অহংকারকে ধ্বংস করেছেন তারাই কেবল পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হতে পারেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনার দ্বারা তাঁরা তাঁদের কথা শেষ করেছেন যে তাঁদেরকে তাঁর ভক্তে পরিণত করার মাধ্যমে কৃষ্ণ যেন অত্যন্ত কৃপালুরূপে তাঁদের অনুগ্রহ করেন।"

শ্লোক ২৭

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যনুজ্ঞাপ্য দাশার্হং ধৃতরাষ্ট্রং যুধিষ্ঠিরম্ ।
রাজর্ষে স্বাশ্রমান্ গন্তুং মুনয়ো দধিরে মনঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে বলে; **অনুজ্ঞাপ্য**—গমনের জন্য অনুমতিগ্রহণ পূর্বক; **দাশার্হম্**—মহারাজ দাশার্হের বংশধর, শ্রীকৃষ্ণের; **ধৃতরাষ্ট্রম্**—ধৃতরাষ্ট্রের; **যুধিষ্ঠিরম্**—যুধিষ্ঠিরের; **রাজ**—রাজাদের মধ্যে; **ঋষে**—হে ঋষি; **স্ব**—তাঁদের নিজেদের; **আশ্রমান্**—আশ্রম সমূহে; **গন্তুম্**—গমন করার জন্য; **মুনয়ঃ**—মুনিরা; **দধিরে**—কৃতসংকল্প হলেন; **মনঃ**—তাদের মনে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজর্ষি, এইভাবে বলবার পর মুনিরা অতঃপর ভগবান দাশার্হ, ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন এবং তাদের আশ্রমসমূহে প্রস্থান করার জন্য প্রস্তুত হলেন।

শ্লোক ২৮

তদ্বীক্ষ্য তানুপব্রজ্য বসুদেবো মহাযশাঃ ।
প্রণম্য চোপসংগৃহ্য বভাষেদং সুযন্ত্রিতঃ ॥ ২৮ ॥

তৎ—তা; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **তান্**—তাদের; **উপব্রজ্য**—সমীপস্থ হয়ে; **বসুদেবঃ**—বসুদেব; **মহা**—মহা; **যশাঃ**—যার যশ; **প্রণম্য**—প্রণাম নিবেদন করে; **চ**—এবং; **উপসংগৃহ্য**—তাঁদের পদদ্বয় ধারণ করে; **বভাষঃ**—তিনি বললেন; **ইদম্**—এই; **সু**—অত্যন্ত; **যন্ত্রিতঃ**—যত্নসহকারে রচিত।

অনুবাদ

তাদের প্রস্থানোদ্যত দর্শন করে মহাযশা বসুদেব মুনিদের সমীপস্থ হলেন। তাঁদের পাদদ্বয় স্পর্শ করে তাঁদের প্রণাম নিবেদন করার পর যত্নসহকারে নির্বাচিত শব্দ দ্বারা তিনি তাঁদের বললেন।

শ্লোক ২৯

শ্রীবসুদেব উবাচ

নমো বঃ সর্বদেবেভ্য ঋষয়ঃ শ্রোতুমর্হথ ।
কর্মণা কর্মনির্হারো যথা স্যান্নস্তদুচ্যতাম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীবসুদেব উবাচ—শ্রীবসুদেব বললেন; **নমঃ**—নমস্কার করি; **বঃ**—আপনাদের; **সর্ব**—সকলকে; **দেবেভ্যঃ**—দেবতাস্বরূপ; **ঋষয়ঃ**—হে ঋষিবর্গ; **শ্রোতুম্ অর্হথ**—দয়া করে শ্রবণ করুন; **কর্মণা**—জড় কর্ম দ্বারা; **কর্ম**—পূর্ব কর্মের; **নির্হারঃ**—বিশোধন; **যথা**—যেমন; **স্যাৎ**—হতে পারে; **নঃ**—আমাদের; **তৎ**—তা; **উচ্যতাম্**—দয়া করে বলুন।

অনুবাদ

শ্রীবসুদেব বললেন—হে ঋষিগণ, সকল দেবতার আবাস স্বরূপ আপনাদের নমস্কার করি। আপনারা দয়া করে আমার কথা শ্রবণ করুন। কর্ম দ্বারা কিভাবে কর্মের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হওয়া যায়, দয়া করে আমাকে তা বলুন।

তাৎপর্য

এখানে বসুদেব ঋষিবর্গকে "সকল দেবতার আবাস স্বরূপ" রূপে সম্বোধন করছেন। তাঁর বক্তব্যকে প্রামাণ্য শ্রুতি মন্ত্রসমূহে প্রতিপন্ন করা হয়েছে, যা ঘোষণা করছে যে *যাবতীর্বৈ দেবতাস্তাঃ সর্বা বেদবিদি ব্রাহ্মণে বসন্তি* অর্থাৎ "দেবতাগণ যাঁরাই বর্তমান থাকুন, তাঁরা সকলেই এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মধ্যে বাস করেন।"

শ্লোক ৩০

শ্রীনারদ উবাচ

নাতিচিত্রমিদং বিপ্রা বসুদেবো বুভুৎসয়া ।
কৃষ্ণং মত্বার্ভকং যন্নঃ পৃচ্ছতি শ্রেয় আত্মনঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীনারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ বললেন; **ন**—না; **অতি**—অতি; **চিত্রম্**—বিচিত্র; **ইদম্**—এই; **বিপ্রাঃ**—হে ব্রাহ্মণেরা; **বসুদেবঃ**—বসুদেব; **বুভুৎসয়া**—অবগত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়; **কৃষ্ণম্**—ভগবান কৃষ্ণ; **মত্বা**—মনে করে; **অর্ভকম্**—একটি বালক; **যৎ**—সত্যটি হচ্ছে; **নঃ**—আমাদের থেকে; **পৃচ্ছতি**—তিনি জানতে চাইছেন; **শ্রেয়ঃ**—মঙ্গল সম্বন্ধে; **আত্মনঃ**—তার নিজের।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—হে ব্রাহ্মণেরা, এটি তেমন বিচিত্র কিছু নয় যে, যেহেতু বসুদেব কৃষ্ণকে একটি বালক মাত্র বিবেচনা করছেন, তাই তার জানবার আগ্রহ বশত তিনি তাঁর পরম মঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন করেছেন।

তাৎপর্য

নারদমুনির ভাবনাকে শ্রীল জীব গোস্বামী এইভাবে বর্ণনা করছেন—শ্রীনারদমুনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে কিভাবে বসুদেব এক সাধারণ গৃহস্থ হওয়ার ভান করার

ভাববশত ঋষিদেরকে কর্মযোগ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যদিও তিনি ইতিমধ্যেই সেই পারমার্থিক লক্ষ প্রাপ্ত হয়েছেন যা মহান যোগী ও ঋষিগণও প্রাপ্ত হতে পারেন না। কিন্তু নারদ তবুও উদ্বিগ্ন ছিলেন যে বসুদেব হয়ত সকল ঋষিদের উপস্থিতিতে ভগবান কৃষ্ণকে একজন বালকমাত্র মনে করার মাধ্যমে একটি অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন। নারদ ও অন্যান্য ঋষিরা ভগবান কৃষ্ণের প্রতি তাদের শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করার জন্য বাধিত বোধ করতেন, তাহলে কিভাবে তারা তাঁকে অবজ্ঞা করে, বসুদেবকে তাদের নিজেদের উত্তর প্রদানকে মেনে নিতে পারেন? এই অস্বস্তি এড়ানোর জন্য নারদ উপস্থিত সবাইকে শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব স্মরণ করিয়ে দিতে এই সুযোগটি গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

সন্নিকর্ষোঽত্র মর্ত্যানামনাদরণকারণম্ ।
গাঙ্গং হিত্বা যথান্যাম্ভস্তত্রত্যো যাতি শুদ্ধয়ে ॥ ৩১ ॥

সন্নিকর্ষঃ—নিকটে; **অত্র**—এখানে (এই পৃথিবীতে); **মর্ত্যানাম্**—মানুষদের জন্য; **অনাদরণ**—অনাদরের; **কারণম্**—একটি কারণ; **গাঙ্গম্**—গঙ্গার (জল); **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **যথা**—যেমন; **অন্য**—অন্য; **অম্ভঃ**—জলের প্রতি; **তত্রত্যঃ**—যে তার কাছে বাস করে; **যাতি**—গমন করে; **শুদ্ধয়ে**—শুদ্ধতার জন্য।

অনুবাদ

এই জগতে মানুষেরা মহদ বস্তুর নিকটে অবস্থান করলেই তার অনাদর করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, যিনি গঙ্গার তীরে বাস করেন তিনি শুদ্ধতার জন্য অন্য কোন তীর্থ সলিলে গমন করেন।

শ্লোক ৩২-৩৩

যস্যানুভূতিঃ কালেন লয়োৎপত্যাদিনাস্য বৈ ।
স্বতোঽন্যস্মাচ্চ গুণতো ন কুতশ্চন রিষ্যতি ॥ ৩২ ॥
তং ক্লেশকর্মপরিপাকগুণপ্রবাহৈর্
অব্যাহতানুভবমীশ্বরমদ্বিতীয়ম্ ।
প্রাণাদিভিঃ স্ববিভবৈরুপগূঢ়মন্যো
মন্যেত সূর্যমিব মেঘহিমোপরাগৈঃ ॥ ৩৩ ॥

যস্য—যার; **অনুভূতিঃ**—অনুভূতি; **কালেন**—কাল দ্বারা উদ্ভূত; **লয়**—ধ্বংস দ্বারা; **উৎপত্তি**—সৃষ্টি; **আদিনা**—ইত্যাদি; **অস্য**—এই (জগতের); **বৈ**—বস্তুত; **স্বতঃ**—

তার নিজের উপরে; **অন্যস্মাৎ**—অন্য কোন প্রকারবশত; **চ**—অথবা; **গুণতঃ**—তার গুণাবলী হেতু; **ন**—না; **কুতশ্চন**—যে কোন কারণের জন্য; **রিষ্যতি**—বিনাশ হয়; **তম্**—তাঁকে; **ক্লেশ**—ক্লেশ দ্বারা; **কর্ম**—জাগতিক কার্যাবলী; **পরিপাক**—তাদের ফলাফল; **গুণ**—প্রকৃতির গুণসমূহের; **প্রবাহৈঃ**—প্রবাহ দ্বারা; **অব্যাহত**—অবিচলিত; **অনুভবম্**—অনুভব; **ঈশ্বরম্**—পরম নিয়ন্তা; **অদ্বিতীয়ম্**—যার কোন দ্বিতীয় নেই; **প্রাণ**—প্রাণ দ্বারা; **আদিভিঃ**—অন্যান্য (জড় দেহের উপাদানসমূহ); **স্ব**—তাঁর নিজ; **বিভবৈঃ**—বিস্তার সমূহ; **উপগূঢ়ম্**—গোপন; **অন্যঃ**—অন্য কেউ; **মন্যেত**—বিবেচনা করে; **সূর্যম্ ইব**—সূর্যের মতো; **মেঘ**—মেঘ দ্বারা; **হিম**—হিম; **উপরাগৈঃ**—এবং গ্রহণসমূহ।

অনুবাদ

পরমেশ্বরের অনুভূতি কাল দ্বারা, জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় দ্বারা, জগতের গুণ সমূহের পরিবর্তনের দ্বারা অথবা আত্ম-উদ্ভূত বা বাহ্যিক অন্য কোন কিছুর দ্বারাই কখনও উপদ্রুত নয়। কিন্তু যদিও অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভগবানের চেতনা জাগতিক ক্লেশ দ্বারা, জাগতিক কর্মের প্রতিক্রিয়া দ্বারা অথবা প্রকৃতির গুণসমূহের অনবরত প্রবাহ দ্বারা কখনও প্রভাবিত হয় না, তবু সাধারণ মানুষেরা মনে করে যে ভগবান তাঁর সৃষ্টি, প্রাণ ও অন্যান্য জড় উপাদান দ্বারা আচ্ছাদিত, ঠিক যেমন কেউ মনে করতে পারে যে সূর্য মেঘ, হিম বা গ্রহণ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়।

তাৎপর্য

এই জগতের বস্তু সমূহ অনিবার্যরূপে কোন না কোন ভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সময় স্বয়ং প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর চূড়ান্ত ক্ষয়িষ্ণুতার কারণ—যেমন, একটি ফল, যা ক্রমে বড় হয়ে পেকে ওঠে, তখন সেটি হয় খেতে হবে নয় তা পচে যাবে। কিছু বস্তু, যেমন বিদ্যুত প্রকাশিত হওয়া মাত্র শীঘ্র নিজেদের বিনষ্ট করে, আর অন্যান্যরা বাহ্যিক কারণ দ্বারা সহসা বিনষ্ট হয়, ঠিক যেমন মাটির পাত্র একটি হাতুড়ি দ্বারা বিনষ্ট হয়। এমনকি জীবিত দেহ সমূহে এবং অন্যান্য বস্তু যার অস্তিত্ব কিছু কাল ধরে অব্যাহত, সেখানে বিভিন্ন গুণসমূহের অবিরত পরিবর্তন হচ্ছে, কোন একটি গুণ ধ্বংস হচ্ছে অন্যটি দ্বারা তার স্থান পূরণ হচ্ছে।

এই সমস্ত কিছুর বিপরীতে, পরমেশ্বর ভগবানের চেতনা কখনও কোন কিছু দ্বারা বিনষ্ট হয় না। কেবলমাত্র অজ্ঞতাবশত কেউ তাঁকে জড় বিষয়াধীন সাধারণ মানুষ রূপে ভাবতে পারে। মানুষ তাদের কর্ম বন্ধন ও তাদের ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ দ্বারা আচ্ছন্ন, কিন্তু ভগবান, প্রকৃতপক্ষে যা তাঁর নিজ বিস্তার তার দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারেন না। সাদৃশ্যগতভাবে বিশাল সূর্য হচ্ছে তুলনামূলকভাবে

ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু মেঘ, হিম ও গ্রহণসমূহের উৎস আর তাই সূর্য তাদের দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে না, যদিও সাধারণ পর্যবেক্ষকরা সেটিই মনে করতে পারে।

শ্লোক ৩৪

অথোচুর্মুনয়ো রাজন্নাভাষ্যানকদুন্দুভিম্ ।
সর্বেষাং শৃণ্বতাং রাজ্ঞাং তথৈবাচ্যুতরাময়োঃ ॥ ৩৪ ॥

অথ—অতঃপর; **ঊচুঃ**—বললেন; **মুনয়ঃ**—মুনিরা; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **আভাষ্য**—বলতে লাগলেন; **আনক-দুন্দুভিম্**—বসুদেবকে; **সর্বেষাম্**—সকল; **শৃণ্বতাম্**—তারা যাতে শ্রবণ করে, এমনভাবে; **রাজ্ঞাম্**—রাজারা; **তথা এব**—ও; **অচ্যুত-রাময়োঃ**—কৃষ্ণ ও বলরাম।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলতে লাগলেন—] হে রাজন, অতঃপর মুনিরা পুনরায় বসুদেবকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, যা শ্রীঅচ্যুত ও শ্রীরাম সহ সকল রাজাগণ শ্রবণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

কর্মণা কর্মনির্হার এষ সাধুনিরূপিতঃ ।
যচ্ছ্রদ্ধয়া যজেদ্বিষ্ণুং সর্বযজ্ঞেশ্বরং মখৈঃ ॥ ৩৫ ॥

কর্মণা—কর্ম দ্বারা; **কর্ম**—অতীত কর্মের ফলের; **নির্হারঃ**—বিপরীত ক্রিয়া; **এষঃ**—এই; **সাধু**—সঠিকভাবে; **নিরূপিতঃ**—নিরূপিত হয়েছে; **যৎ**—যে; **শ্রদ্ধয়া**—বিশ্বাসের সঙ্গে; **যজেৎ**—পূজা করা উচিত; **বিষ্ণুম্**—বিষ্ণু; **সর্ব**—সর্ব; **যজ্ঞ**—যজ্ঞসমূহের; **ঈশ্বরম্**—ঈশ্বর; **মখৈঃ**—বৈদিক যজ্ঞ দ্বারা।

অনুবাদ

[মুনিরা বললেন—] এটি সঠিকভাবে নিরূপিত হয়েছে যে কর্মের দ্বারা কর্ম বন্ধন নষ্ট হয় তখনই যখন কেউ সর্বযজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর পূজার জন্য যথার্থ বিশ্বাসের সঙ্গে বৈদিক যজ্ঞসমূহ সম্পাদন করে।

শ্লোক ৩৬

চিত্তস্যোপশমোঽয়ং বৈ কবিভিঃ শাস্ত্রচক্ষুষা ।
দর্শিতঃ সুগমো যোগো ধর্মশ্চাত্মমুদাবহঃ ॥ ৩৬ ॥

চিত্তস্য—মনের; **উপশমঃ**—উপশম; **অয়ম্**—এই; **বৈ**—বস্তুত; **কবিভিঃ**—তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা; **শাস্ত্র**—শাস্ত্রের; **চক্ষুষা**—চক্ষু দ্বারা; **দর্শিতঃ**—প্রদর্শন করেন; **সুগমঃ**—সহজভাবে সম্পাদিত; **যোগঃ**—মোক্ষ প্রাপ্ত হবার উপায়; **ধর্মঃ**—ধর্মীয় কর্তব্য; **চ**—এবং; **আত্ম**—হৃদয়ে; **মুৎ**—আনন্দ; **আবহঃ**—যা আনয়ন করে।

অনুবাদ

তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা শাস্ত্র চক্ষু দ্বারা সম্যগরূপে হিতাহিত নিরীক্ষণপূর্বক প্রদর্শন করেছেন যে চঞ্চল মনকে দমন করার ও মোক্ষ প্রাপ্ত হবার এটিই সহজতম পন্থা। এটিই পবিত্র কর্তব্য যা হৃদয়ে আনন্দ আনয়ন করে।

শ্লোক ৩৭

অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পন্থা দ্বিজাতেগৃর্হমেধিনঃ ।
যচ্ছ্রদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পুরুষঃ ॥ ৩৭ ॥

অয়ম্—এই; **স্বস্তি**—পবিত্রতা; **অয়নঃ**—আনয়নকারী; **পন্থা**—পথ; **দ্বি-জাতেঃ**—যিনি দ্বিজ তার জন্য; **গৃহ**—গৃহে; **মেধিনঃ**—যে যজ্ঞ সম্পাদন করে; **যৎ**—সেই; **শ্রদ্ধয়া**—নিঃস্বার্থভাবে; **আপ্ত**—উপায় রূপে অর্জিত; **বিত্তেন**—তার সম্পদসমূহ দ্বারা; **শুক্লেন**—সৎভাবে; **ইজ্যেত**—পূজা করা উচিত; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

সৎভাবে প্রাপ্ত সম্পদ দ্বারা নিঃস্বার্থভাবে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করাই ধার্মিক দ্বিজ গৃহস্থের জন্য পরম পবিত্রতম পথ।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এবং শ্রীল জীব গোস্বামী উভয়েই এখানে একমত হয়েছেন যে, বৈদিক যজ্ঞের শাস্ত্রীয় কর্ম বিশেষত আসক্ত গৃহস্থদের জন্য। যাঁরা ইতিমধ্যেই কৃষ্ণভাবনামৃতে জীবন সমর্পণ করেছেন, যেমন বসুদেব স্বয়ং, তাঁদের কেবলমাত্র ভগবানের ভক্তদের সঙ্গে, তাঁর বিগ্রহের রূপের মধ্যে, তাঁর নাম, তাঁর প্রসাদ এবং *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রদত্ত তাঁর শিক্ষার মধ্যে বিশ্বাসের চর্চা করা প্রয়োজন।

শ্লোক ৩৮

বিত্তৈষণাং যজ্ঞদানৈর্গৃহৈর্দারসুতৈষণাম্ ।
আত্মলোকৈষণাং দেব কালেন বিসৃজেদ্ বুধঃ ।
গ্রামে ত্যক্তৈষণাঃ সর্বে যযুর্ধীরাস্তপোবনম্ ॥ ৩৮ ॥

বিত্ত—সম্পদের জন্য; **এষণাম্**—আকাঙ্ক্ষা; **যজ্ঞ**—যজ্ঞসমূহ দ্বারা; **দানৈঃ**—এবং দান দ্বারা; **গৃহৈঃ**—গৃহস্থালী ব্যাপারে যুক্ত হওয়ার দ্বারা; **দার**—পত্নীর জন্য; **সুত**—

এবং পুত্র; **এষণাম্**—আকাঙ্ক্ষা; **আত্ম**—নিজের জন্য; **লোক**—এক উন্নত গ্রহের জন্য (পরবর্তী জীবনে); **এষণাম্**—আকাঙ্ক্ষা; **দেব**—হে সাধুমনোভাবাপন্ন বসুদেব; **কালেন**—কাল হেতু; **বিসৃজেৎ**—পরিত্যাগ করা উচিত; **বুধঃ**—যিনি বুদ্ধিমান; **গ্রামে**—গৃহস্থ জীবনের জন্য; **ত্যক্ত্বা**—যিনি পরিত্যাগ করেছেন; **এষণাঃ**—তাদের কামনাসমূহ; **সর্বে**—সকলে; **যযুঃ**—তারা গমন করেছিলেন; **ধীরাঃ**—ধীর মুনিরা; **তপঃ**—তপশ্চর্যার; **বনম্**—বনে।

অনুবাদ

হে বসুদেব, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির যজ্ঞ সম্পাদন, দানের দ্বারা সম্পদের আকাঙ্ক্ষা, গৃহস্থ জীবন প্রাপ্ত হওয়ার মাধ্যমে তার পত্নী ও পুত্র লাভের কামনা এবং সময়ের প্রভাব অধ্যয়ন দ্বারা পরবর্তী জীবনে এক উচ্চতর গ্রহে উন্নীত হবার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করার শিক্ষা করা উচিত। আত্মসংযত ঋষিরা যারা এইভাবে তাদের গৃহস্থ জীবনের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করেছেন, তপশ্চর্যা সম্পাদনের জন্য তারা বনে গমন করেছেন।

শ্লোক ৩৯

ঋণৈস্ত্রিভির্দ্বিজো জাতো দেবর্ষিপিতৃণাং প্রভো ।
যজ্ঞাধ্যয়নপুত্রৈস্তান্যনিস্তীর্য ত্যজন্ পতেৎ ॥ ৩৯ ॥

ঋণৈঃ—ঋণ দ্বারা; **ত্রিভিঃ**—তিনটি; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **জাতঃ**—জন্ম হয়; **দেব**—দেবতাদের কাছে; **ঋষি**—ঋষিগণ; **পিতৃণাম্**—পিতৃপুরুষগণ; **প্রভো**—হে প্রভু (বসুদেব); **যজ্ঞ**—যজ্ঞ দ্বারা; **অধ্যয়ন**—শাস্ত্রের অধ্যয়ন; **পুত্রৈঃ**—এবং সন্তান উৎপাদন; **তানি**—এইসকল (ঋণ); **অনিস্তীর্য**—পরিশোধ না করে; **ত্যজন্**—ত্যাগ করে (তার দেহ); **পতেৎ**—সে পতিত হয়।

অনুবাদ

হে প্রভু, একজন দ্বিজ তিন ধরনের ঋণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সেগুলো হল দেবতাদের কাছে ঋণ, ঋষিদের কাছে ঋণ এবং তার পিতৃপুরুষদের কাছে ঋণ। যদি সে যজ্ঞ সম্পাদন, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সন্তান উৎপাদন দ্বারা প্রথমে ঋণশোধ না করে তার দেহ ত্যাগ করে, সে এক নারকীয় অবস্থায় পতিত হবে।

তাৎপর্য

একজন ব্রাহ্মণের বিশেষ বাধ্যবাধকতা বিষয়ে *শ্রুতি* উল্লেখ করছে যে, *জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণবান্ জায়তে ব্রহ্মচর্যেন ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ*

অর্থাৎ "যখন একজন ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করে, তিনটি ঋণ তার সঙ্গে জাত হয়। ব্রহ্মচর্য দ্বারা তিনি ঋষিদের ঋণ শোধ করতে পারেন, যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদের প্রতি তার ঋণ এবং সন্তান উৎপাদন দ্বারা পিতৃপুরুষদের প্রতি তাঁর ঋণ তিনি শোধ করতে পারেন।

শ্লোক ৪০

ত্বং ত্বদ্য মুক্তো দ্বাভ্যাং বৈ ঋষিপিত্রোর্মহামতে ।
যজ্ঞৈর্দেবর্ণমুন্মুচ্য নির্ঋণোঽশরণো ভব ॥ ৪০ ॥

ত্বম্—আপনি; **তু**—কিন্তু; **অদ্য**—এখন; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **দ্বাভ্যাম্**—দুটি (ঋণ) হতে; **বৈ**—নিশ্চিতরূপে; **ঋষি**—ঋষিগণের প্রতি; **পিত্রোঃ**—এবং পিতৃপুরুষগণের প্রতি; **মহামতে**—হে মহামতে; **যজ্ঞৈঃ**—বৈদিক যজ্ঞ দ্বারা; **দেব**—দেবতাদের; **ঋণম্**—ঋণ হতে; **উন্মুচ্য**—নিজেকে মুক্ত করে; **নির্ঋণঃ**—ঋণ হীন; **অশরণঃ**—জাগতিক আশ্রয়হীন; **ভব**—হউন।

অনুবাদ

কিন্তু আপনি, হে মহামতে, ইতিমধ্যে ঋষিরা ও পিতৃপুরুষদের প্রতি, আপনার দুটি ঋণ থেকে মুক্ত। এখন বৈদিক যজ্ঞসমূহ সম্পাদন করার মাধ্যমে দেবতাদের প্রতি ঋণ থেকে নিজেকে মুক্ত করুন এবং এইভাবে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঋণমুক্ত করে সকল জাগতিক আশ্রয় ত্যাগ করুন।

শ্লোক ৪১

বসুদেব ভবান্নূনং ভক্ত্যা পরময়া হরিম্ ।
জগতামীশ্বরং প্রার্চঃ স যদ্বাং পুত্রতাং গতঃ ॥ ৪১ ॥

বসুদেব—হে বসুদেব; **ভবান্**—আপনি; **নূনম্**—নিঃসন্দেহে; **ভক্ত্যা**—ভক্তির সঙ্গে; **পরময়া**—পরম; **হরিম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **জগতাম্**—সমগ্র জগতের; **ঈশ্বরম্**—পরম নিয়ন্তা; **প্রার্চঃ**—যথাযথভাবে পূজা করেছেন; **সঃ**—তিনি; **যৎ**—সেই হেতু; **বাম্**—আপনাদের (বসুদেব ও দেবকী) উভয়ের; **পুত্রতাম্**—পুত্রের ভূমিকা; **গতঃ**—গ্রহণ করেছেন।

অনুবাদ

হে বসুদেব, নিঃসন্দেহে অবশ্যই আপনি অতীতে সমগ্র জগতের অধীশ্বর, শ্রীহরির আরাধনা করেছিলেন। আপনি ও আপনার পত্নী উভয়ে নিশ্চয়ই যথাযথভাবে পরম ভক্তির সঙ্গে তাঁর আরাধনা করেছিলেন, সেইহেতু তিনি আপনাদের পুত্রের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ঋষিদের ভাবকে এইভাবে শব্দান্তরে প্রকাশ করেছেন, "যে সাধারণ আলোচনার পদ্ধতিতে আপনি আমাদের প্রশ্ন করেছিলেন, সেই একই সাধারণ পদ্ধতিতে আমরা আপনাকে উত্তর প্রদান করেছি। যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে যেহেতু আপনি ভগবানের নিত্য মুক্ত পিতা তাই জাগতিক প্রথা সমূহের অথবা শাস্ত্রের নির্দেশের আপনার উপর কোন কর্তৃত্ব নেই।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, *বসুদেব* নামটি নির্দেশ করছে যে, বসুদেব দীপ্তিমানরূপে (*দিব্যতি*) শুদ্ধ ভক্তির পরম উৎকৃষ্ট সম্পদ (*বসু*) প্রকাশ করেন। একাদশ স্কন্ধে নারদমুনি পুনরায় বসুদেবের সঙ্গে মিলিত হবেন এবং সেই সময় তিনি তাঁকে মনে করিয়ে দেবেন—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

"হে রাজন, যিনি সকল জাগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করে ভগবান মুকুন্দের পাদপদ্মের পূর্ণ শরণ গ্রহণ করেন, তিনি দেবতা, মহর্ষি, সাধারণ জীব, আত্মীয়বর্গ, সুহৃদ, মনুষ্য অথবা তার পরলোকগত পিতৃপুরুষদের প্রতিও ঋণী হন না। যেহেতু এই সমস্ত জীবেরা ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই যিনি নিজেকে ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করেছেন তার এরূপ ব্যক্তিদের আলাদাভাবে সেবা করার প্রয়োজন নেই।" (*ভাগবত* ১১/৫/৪১)

শ্লোক ৪২

শ্রীশুক উবাচ

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা বসুদেবো মহামনাঃ ।
তানৃষীনৃত্বিজো বব্রে মূর্ধ্নানম্য প্রসাদ্য চ ॥ ৪২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে কথিত; **তৎ**—তাদের; **বচনম্**—বাক্যসমূহ; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করার পর; **বসুদেব**—বসুদেব; **মহা-মনাঃ**—উদার; **তান্**—তাদের; **ঋষিন্**—ঋষিরা; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিত রূপে; **বব্রে**—মনোনীত করলেন; **মূর্ধ্না**—তার মস্তক দ্বারা; **আনম্য**—প্রণাম নিবেদন করে; **প্রসাদ্য**—তাদের প্রসন্ন করে; **চ**—ও।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ঋষিদের এই সকল কথা শ্রবণ করার পর মহামনা বসুদেব ভূমিতে তাঁর মস্তক অবনত করে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং তাঁদের স্তুতি পুর্বক তাঁদেরকে পুরোহিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন।

শ্লোক ৪৩

ত এনমৃষয়ো রাজন্ বৃতা ধর্মেণ ধার্মিকম্ ।
তস্মিন্নযাজয়ন্ ক্ষেত্রে মখৈরুত্তমকল্পকৈঃ ॥ ৪৩ ॥

তে—তাঁরা; **এনম্**—তাঁকে; **ঋষয়ঃ**—ঋষিরা; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **বৃতাঃ**—মনোনীত; **ধর্মেণ**—ধর্মনীতিসমূহ অনুসারে; **ধার্মিকম্**—ধার্মিক; **তস্মিন্**—সেই; **অযাজয়ন্**—তারা যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য যুক্ত হলেন; **ক্ষেত্রে**—পবিত্র ভূমি (কুরুক্ষেত্রের); **মখৈঃ**—অগ্নি যজ্ঞের দ্বারা; **উত্তম**—সর্বোত্তম; **কল্পকৈঃ**—যার আয়োজন।

অনুবাদ

হে রাজন, এইভাবে তাঁর দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে ঋষিগণ পবিত্রভূমি কুরুক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে সর্বোত্তম ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার সঙ্গে ধার্মিক বসুদেবকে অগ্নিযজ্ঞ সম্পাদনে নিয়োজিত করলেন।

শ্লোক ৪৪-৪৫

তদ্দীক্ষায়াং প্রবৃত্তায়াং বৃষ্ণয়ঃ পুষ্করস্রজঃ ।
স্নাতাঃ সুবাসসো রাজন্ রাজানঃ সুষ্ঠ্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ৪৪ ॥
তন্মহিষ্যশ্চ মুদিতা নিষ্ককণ্ঠ্যঃ সুবাসসঃ ।
দীক্ষাশালামুপাজগ্মুরালিপ্তা বস্তুপাণয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

তৎ—তাঁর (বসুদেব); **দীক্ষায়াম্**—যজ্ঞের জন্য দীক্ষা; **প্রবৃত্তায়াম্**—যখন শুরু হচ্ছিল; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিরা; **পুষ্কর**—পদ্মসমূহের; **স্রজঃ**—মালা পরিধান করে; **স্নাতাঃ**—স্নান করে; **সু-বাসসঃ**—সু-বসন পরিহিত; **রাজন্**—হে রাজন; **রাজানঃ**—(অন্যান্য) রাজারা; **সুষ্ঠু**—সুষ্ঠভাবে; **অলঙ্কৃতাঃ**—অলঙ্কৃত হয়ে; **তৎ**—তাঁদের; **মহিষ্যঃ**—মহিষীরা; **চ**—এবং; **মুদিতাঃ**—আনন্দিত; **নিষ্ক**—নিষ্ক; **কণ্ঠ্যঃ**—কণ্ঠে; **সু-বাসসঃ**—সুন্দর বসন পরিহিত হয়ে; **দীক্ষা**—দীক্ষার; **শালাম্**—মণ্ডপ; **উপাজগ্মুঃ**—তারা আগমন করলেন; **আলিপ্তাঃ**—অনুলেপিত; **বস্তু**—পবিত্র দ্রব্য দ্বারা; **পাণয়ঃ**—যাদের হাতে।

অনুবাদ

হে রাজন, মহারাজ বসুদেব যখন যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ার জন্য প্রবৃত্ত হলেন, তখন বৃষ্ণিরা স্নানের পর সুন্দর বস্ত্র ও পদ্ম মালা পরিধান করে সেই দীক্ষা মণ্ডপে আগমন করলেন। অন্যান্য সু-অলঙ্কৃত রাজারাও সুন্দর বস্ত্রে শোভিত ও কণ্ঠে নিষ্ক ধারিত তাঁদের আনন্দিত সকল মহিষী সহ আগমন করেছিলেন। রাণীরা চন্দন অনুলেপন করেছিলেন এবং পূজার জন্য পবিত্র দ্রব্যসমূহ বহন করছিলেন।

শ্লোক ৪৬

নেদুর্মৃদঙ্গপেটহশঙ্খভের্যানকাদয়ঃ ।
ননৃতুর্নটনর্তক্যস্তুষ্টুবুঃ সূতমাগধাঃ ।
জগু সুকণ্ঠ্যো গন্ধর্ব্যঃ সঙ্গীতং সহভর্তৃকাঃ ॥ ৪৬ ॥

নেদুঃ—ধ্বনিত হয়েছিল; **মৃদঙ্গ-পটহ**—মৃদঙ্গ ও পটহ ঢোলক; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **ভেরী-আনক**—ভেরী ও আনক ঢাক; **আদয়ঃ**—ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র; **ননৃতুঃ**—নৃত্য করেছিল; **নট-নর্তক্যঃ**—নর্তক ও নর্তকীরা; **তুষ্টুবুঃ**—স্তুতি আবৃত্তি করলেন; **সূত-মাগধাঃ**—সূত ও মাগধ চারণেরা; **জগুঃ**—গান করলেন; **সু-কণ্ঠ্যঃ**—মধুর কণ্ঠী; **গন্ধর্ব্যঃ**—গন্ধর্ব রমণীরা; **সঙ্গীতম্**—গানসমূহ; **সহ**—সহ; **ভর্তৃকাঃ**—তাদের পতিরা।

অনুবাদ

মৃদঙ্গ পটহ, শঙ্খ, ভেরী, আনক ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ধ্বনিত হল, নর্তক ও নর্তকীরা নৃত্য করলেন এবং সূত ও মাগধেরা স্তুতি পাঠ করলেন। তাঁদের পতিগণসহ মধুর কণ্ঠী গন্ধর্ব রমণীরা গান গাইলেন।

শ্লোক ৪৭

তমভ্যষিঞ্চন্ বিধিবদক্তমভ্যক্তমৃত্বিজঃ ।
পত্নীভিরষ্টাদশভিঃ সোমরাজমিবোডুভিঃ ॥ ৪৭ ॥

তম্—তাঁকে; **অভ্যষিঞ্চন্**—তাঁরা পবিত্র জল দিয়ে অভিষিক্ত করলেন; **বিধিবৎ**—শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে; **অক্তম্**—তাঁর নয়নদ্বয় অঞ্জন দ্বারা শোভিত; **অভ্যক্তম্**—তাঁর দেহ নবনীলিপ্ত; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিতগণ; **পত্নীভিঃ**—তাঁর পত্নীগণ সহ; **অষ্টা-দশভিঃ**—অষ্টাদশ; **সোম-রাজম্**—রাজকীয় চন্দ্র; **ইব**—যেন; **উড়ুভিঃ**—নক্ষত্রসমূহ সহ।

অনুবাদ

বসুদেবের নয়নদ্বয় অঞ্জন দিয়ে শোভিত ও দেহ নবনীলিপ্ত করার পর পুরোহিতেরা শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁকে ও তাঁর অষ্টাদশ পত্নীকে পবিত্র জল সিঞ্চন করে দীক্ষিত করলেন। তাঁর পত্নীদের দ্বারা পরিবৃত তাঁকে নক্ষত্রমণ্ডলী পবিবেষ্টিত রাজকীয় চন্দ্রের মতো মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

দেবকী ছিলেন বসুদেবের প্রধানা মহিষী কিন্তু তাঁর ছয় বোন সহ তাঁর আরও কয়েকজন সতীন ছিলেন। এই তথ্য *শ্রীমদ্ভাগবতের* নবম স্কন্ধে লিপিবদ্ধ রয়েছে—

দেবকশ্চোগ্রসেনশ্চ চত্বারো দেবকাত্মজাঃ ।
দেববানুপদেবশ্চ সুদেবো দেববর্ধনঃ ।
তেষাং স্বসারঃ সপ্তাসন্ ধৃতদেবাদয়ো নৃপ ॥
শান্তিদেবোপদেবা চ শ্রীদেবা দেবরক্ষিতা ।
সহদেবা দেবকী চ বসুদেব উবাহ তাঃ ॥

"আহুকের দেবক ও উগ্রসেন নামক দুই পুত্র ছিল। দেবকের দেববান, উপদেব, সুদেব ও দেববর্ধন নামক চার পুত্র ছিল এবং তাঁর শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা, দেবকী ও ধৃতদেবা নামক সাতজন কন্যাও ছিল। তাঁদের মধ্যে ধৃতদেবা ছিলেন জ্যেষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব সেই সকল ভগ্নীদের বিবাহ করেছিলেন। (*ভাগবত* ৯/২৪/২১-২৩)

বসুদেবের অন্যান্য কয়েকজন পত্নীর কথা কয়েকটি শ্লোক পরে উল্লেখ করা হয়েছে—

পৌরবী রোহিণী ভদ্রা মদিরা রোচনা ইলা ।
দেবকীপ্রমুখাশ্চাসন্ পত্ন্য আনকদুন্দুভেঃ ॥

"দেবকী, পৌরবী, রোহিণী, ভদ্রা, মদিরা, রোচনা, ইলা আদি আনকদুন্দুভির (বসুদেবের) পত্নী। তাদের মধ্যে দেবকী ছিলেন মুখ্যা।" (*ভাগবত* ৯/২৪/৪৫)

শ্লোক ৪৮

তাভির্দুকূলবলয়ৈর্হারনূপুরকুণ্ডলৈঃ ।
স্বলঙ্কৃতাভির্বিবভৌ দীক্ষিতোঽজিনসংবৃতঃ ॥ ৪৮ ॥

তাভিঃ—তাদের সঙ্গে; **দুকূল**—রেশমী শাড়ী সহ; **বলয়ৈঃ**—এবং বালাসমূহ; **হার**—কণ্ঠহার পরিধান করে; **নূপুর**—নূপুর; **কুণ্ডলৈঃ**—এবং কুণ্ডল; **সু**—সুন্দরভাবে;

অলঙ্কৃতাভিঃ—বিভূষিত; বিবভৌ—তিনি উজ্জ্বলরূপে শোভিত হয়েছিলেন; দীক্ষিতঃ—দীক্ষিত হয়ে; অজিন—একটি মৃগচর্ম দ্বারা; সংবৃতঃ—আবৃত।

অনুবাদ

বসুদেব তাঁর পত্নীগণসহ দীক্ষা গ্রহণ করলেন, যাঁরা রেশমী শাড়ী পরিধান করেছিলেন এবং বলয়, কণ্ঠহার, নূপুর ও কুণ্ডল দ্বারা বিভূষিতা ছিলেন। মৃগচর্ম দ্বারা আবৃত দেহে বসুদেব দীপ্তিমানরূপে শোভিত ছিলেন।

শ্লোক ৪৯

তস্যর্ত্বিজো মহারাজ রত্নকৌশেয়বাসসঃ ।
সসদস্যা বিরেজুস্তে যথা বৃত্রহণোঽধ্বরে ॥ ৪৯ ॥

তস্য—তার; ঋত্বিজঃ—পুরোহিতদের; মহারাজ—হে মহারাজ (পরীক্ষিৎ); রত্ন—রত্ন সহ; কৌশেয়—রেশম; বাসসঃ—এবং বস্ত্র; স—সহ; সদস্যা—সভাসদ; বিরেজুঃ—দীপ্তিমান রূপে; তে—তারা; যথা—যেন; বৃত্র-হণঃ—বৃত্রাসুর বিনাশী, দেবরাজ ইন্দ্রের; অধ্বরে—যজ্ঞে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, রেশমী ধুতি ও রত্নখচিত অলঙ্কারে সজ্জিত বসুদেবের পুরোহিত এবং সভাসদদের এতই জ্যোতির্ময় দেখাচ্ছিল যেন তাঁরা বৃত্রাসুরবিনাশী ইন্দ্রের যজ্ঞস্থলে দণ্ডায়মান ছিলেন।

শ্লোক ৫০

তদা রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ স্বৈঃ স্বৈর্বন্ধুভিরন্বিতৌ ।
রেজতুঃ স্বসুতৈর্দারৈর্জীবেশৌ স্ববিভূতিভিঃ ॥ ৫০ ॥

তদা—সেই সময়; রামঃ—শ্রীবলরাম; চ—এবং; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; চ—ও; স্বৈঃ স্বৈঃ—নিজ নিজ; বন্ধুভিঃ—পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের; অন্বিতৌ—সঙ্গে; রেজতুঃ—দীপ্তিমান রূপে; স্ব—তাঁর নিজের; সুতৈঃ—পুত্রদের; দারৈঃ—এবং পত্নীদের; জীব—সকল জীবের; ঈশৌ—ঈশ্বরদ্বয়; স্ব-বিভূতিভিঃ—তাঁদের আপন ঐশ্বর্যের প্রকাশ সহ।

অনুবাদ

সেই সময় সকল জীবের ঈশ্বর বলরাম ও কৃষ্ণ তাঁদের ঐশ্বর্যের প্রকাশরূপ নিজ নিজ পুত্র, পত্নী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে রাজকীয় দীপ্তিতে বিরাজ করছিলেন।

শ্লোক ৫১

ঈজেঽনুযজ্ঞং বিধিনা অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণৈঃ ।
প্রাকৃতৈর্বৈকৃতৈর্যজ্ঞৈর্দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়েশ্বরম্ ॥ ৫১ ॥

ঈজে—তিনি অর্চনা করলেন; **অনু-যজ্ঞাম্**—সকল রকমের যজ্ঞের সঙ্গে; **বিধিনা**—যথাযথ বিধি দ্বারা; **অগ্নিহোত্র**—পবিত্র অগ্নিতে আহুতি প্রদান দ্বারা; **আদি**—ইত্যাদি; **লক্ষণৈঃ**—লক্ষণযুক্ত; **প্রাকৃতৈঃ**—অপরিবর্তিত, যা শ্রুতির বিধান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট; **বৈকৃতৈঃ**—পরিবর্তিত, অন্যান্য সূত্রের নির্দেশ অনুসারে মেলানো; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞসমূহ দ্বারা; **দ্রব্য**—যজ্ঞের উপকরণের; **জ্ঞান**—মন্ত্রের জ্ঞানের; ক্রিয়া—এবং ক্রিয়ার; **ঈশ্বরম্**—ঈশ্বর।

অনুবাদ

যথাযথ বিধি অনুসারে বিভিন্ন ধরনের বৈদিক যজ্ঞসমূহ সম্পাদন করে বসুদেব সকল যজ্ঞ উপকরণ, মন্ত্র ও ক্রিয়ার অধীশ্বরকে পূজা করলেন। অগ্নিহোত্র ও যজ্ঞারাধনার অন্যান্য বিষয়সমূহ সম্পাদন করে তিনি প্রাকৃত ও বৈকৃত উভয় যজ্ঞই সম্পাদন করলেন।

তাৎপর্য

বিভিন্ন ধরনের বৈদিক অগ্নি যজ্ঞ রয়েছে, যার প্রতিটিতে বিভিন্ন বিস্তৃত আচার রয়েছে। বৈদিক *শ্রুতির ব্রাহ্মণ* অংশে জ্যোতিষ্টোম ও দর্শ-পূর্ণমাসের মতো কয়েকটি আদর্শ যজ্ঞের স্তর ভিত্তিক সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলিকে বলা হয় *প্রাকৃত* বা আদি *যজ্ঞ*। অন্যান্য যজ্ঞগুলির প্রক্রিয়াসমূহ অবশ্যই মীমাংসা শাস্ত্রের কঠোর নিয়ম অনুসারে এই সকল *প্রাকৃত* বিধিসমূহের আদলে নিরূপিত। যেহেতু অন্যান্য যজ্ঞগুলি মূল যজ্ঞসমূহ থেকে আহরিত রূপে পরিচিত তাই এদের *বৈকৃত* বা "পরিবর্তিত" বলা হয়।

শ্লোক ৫২

অথর্ত্বিগ্‌ভ্যোঽদদাৎ কালে যথাম্নাতং স দক্ষিণাঃ ।
সুলঙ্কৃতেভ্যোঽলঙ্কৃত্য গোভূকন্যা মহাধনাঃ ॥ ৫২ ॥

অথঃ—অতঃপর; **ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ**—পুরোহিতগণকে; **অদদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **কালে**—যথা সময়ে; **যথা-আম্নাতম্**—শাস্ত্রের বিধানানুসারে; **সঃ**—তিনি; **দক্ষিণা**—দক্ষিণা; **সু-অলঙ্কৃতেভ্যঃ**—সুভূষণযুক্ত; **অলঙ্কৃত্য**—আরও অধিক ব্যাপকভাবে তাঁদের সজ্জিত করলেন; **গো**—গাভী; **ভূ**—ভূমি; **কন্যাঃ**—এবং বিবাহযোগ্যা কন্যা; **মহাধনাঃ**—মহা মূল্যবান।

অনুবাদ

তারপর, যদিও পুরোহিতরা সু-অলঙ্কৃত ছিলেন, তবু যথাসময়ে এবং শাস্ত্র অনুসারে বসুদেব পুরোহিতদের মূল্যবান অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করলেন এবং বহুমূল্য গাভী, ভূমি ও কন্যা উপহার দিয়ে দক্ষিণা প্রদান করলেন।

শ্লোক ৫৩

পত্নীসংযাজাবভৃথ্যৈশ্চরিত্বা তে মহর্ষয়ঃ ।
সস্নু রামহ্রদে বিপ্রা যজমানপুরঃসরাঃ ॥ ৫৩ ॥

পত্নী-সংযাজ—একটি ধর্মীয় আচার যেখানে যজ্ঞকারী তার পত্নীদের সঙ্গে একত্রে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করেন; **অবভৃথৈঃ**—এবং সমাপ্তি কর্ম, যা অবভৃথ্য নামে পরিচিত; **চরিত্বা**—সম্পাদন করে; **তে**—তারা; **মহা-ঋষয়ঃ**—মহান ঋষিরা; **সস্নু**—স্নান করলেন; **রাম**—ভগবান পরশুরামের; **হ্রদে**—হ্রদে; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণেরা; **যজমান**—যজ্ঞকারী (বসুদেব); **পুরঃ-সরাঃ**—অগ্রবর্তী করে।

অনুবাদ

পত্নী সংযাজ ও অবভৃথ্য কর্ম সম্পাদন করার পর সেই মহান ব্রাহ্মণ ঋষিরা যজমান বসুদেবকে অগ্রবর্তী করে ভগবান পরশুরামের হ্রদে স্নান করলেন।

শ্লোক ৫৪

স্নাতোঽলঙ্কারবাসাংসি বন্দিভ্যোঽদাৎ তথা স্ত্রিয়ঃ ।
ততঃ স্বলঙ্কৃতো বর্ণানাশ্বভ্যোঽন্নেন পূজয়ৎ ॥ ৫৪ ॥

স্নাতাঃ—স্নান করে; **অলঙ্কার**—অলঙ্কার; **বাসাংসি**—এবং বস্ত্র; **বন্দিভ্যঃ**—স্তুতি-পাঠকদের; **অদাৎ**—প্রদান করলেন; **তথা**—ও; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ; **ততঃ**—তখন; **সু-অলঙ্কৃতঃ**—সুঅলঙ্কৃত; **বর্ণান্**—সকল শ্রেণীর জনসাধারণ; **আ**—পর্যন্ত; **শ্বভ্যঃ**—কুকুরদেরকে; **অন্নেন**—অন্ন দ্বারা; **পূজয়ৎ**—তিনি পূজা করলেন।

অনুবাদ

পবিত্র স্নান সম্পূর্ণ হলে বসুদেব তাঁর পত্নীদের সঙ্গে পেশাদার স্তুতিপাঠকদের পরিধেয় ও বসন প্রদান করলেন। অতঃপর বসুদেব নব-বস্ত্র পরিধান করলেন। তারপর তিনি সকল শ্রেণীর মানুষদের, এমনকি কুকুরদেরও সম্মানের সঙ্গে ভোজন করালেন।

শ্লোক ৫৫-৫৬

বন্ধূন্ সদারান্ সসুতান্ পারিবর্হেণ ভূয়সা ।
বিদর্ভকোশলকুরূন্ কাশিকেকয়সৃঞ্জয়ান্ ॥ ৫৫ ॥
সদস্যর্ত্বিক্সুরগণান্নৃভূতপিতৃচারণান্ ।
শ্রীনিকেতমনুজ্ঞাপ্য শংসন্তঃ প্রযযুঃ ক্রতুম্ ॥ ৫৬ ॥

বন্ধূন্—তাঁর আত্মীয়বর্গ; **স-দারান্**—তাঁদের পত্নীগণসহ; **স-সুতান্**—তাঁদের পুত্রগণ সহ; **পারিবর্হেণ**—উপহার দ্বারা; **ভূয়সা**—ঐশ্বর্য; **বিদর্ভ-কোশল-কুরূন্**—বিদর্ভ, কোশল ও কুরুবংশের রাজাদের; **কাশি-কেকয়-সৃঞ্জয়ান্**—কাশী, কেকয় ও সৃঞ্জয়দেরও; **সদস্য**—যজ্ঞসভার সদস্য; **ঋত্বিক্**—পুরোহিত; **সুরগণান্**—বিভিন্ন শ্রেণীর দেবতাদের; **নৃ**—মানুষদের; **ভূত**—ভূত; **পিতৃ**—পিতৃপুরুষদের; **চারণান্**—এবং চারণদের, অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীর দেবতাদের সদস্য; **শ্রী-নিকেতম্**—লক্ষ্মীদেবীর আলয় শ্রীকৃষ্ণ থেকে; **অনুজ্ঞাপ্য**—বিদায় গ্রহণ করে; **সংসন্তঃ**—প্রশংসা করতে করতে; **প্রযযুঃ**—তারা প্রস্থান করলেন; **ক্রতুম্**—যজ্ঞ সম্পাদন।

অনুবাদ

তাদের সকল স্ত্রী-পুত্র সহ তাঁর আত্মীয়বর্গদের, বিদর্ভ, কোশল, কুরু, কাশি, কেকয় ও সৃঞ্জয় রাজ্যের রাজাদের, সভার প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যদের এবং পুরোহিত, প্রত্যক্ষদর্শী দেবতা, মানুষ, ভূত, পিতৃ ও চারণদের তিনি ঐশ্বর্যময় উপহার প্রদান করে সম্মানিত করলেন। অতঃপর লক্ষ্মীদেবীর আলয় ভগবান কৃষ্ণের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করে বসুদেবের যজ্ঞের স্তুতি কীর্তন করতে করতে বিভিন্ন অতিথিরা প্রস্থান করলেন।

শ্লোক ৫৭-৫৮

ধৃতরাষ্ট্রোঽনুজঃ পার্থা ভীষ্মো দ্রোণঃ পৃথা যমৌ ।
নারদো ভগবান্ ব্যাসঃ সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবাঃ ॥ ৫৭ ॥
বন্ধূন্ পরিষ্বজ্য যদূন্ সৌহৃদাক্লিন্নচেতসঃ ।
যযুর্বিরহকৃচ্ছ্রেণ স্বদেশাংশ্চাপরে জনাঃ ॥ ৫৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ—ধৃতরাষ্ট্র; **অনুজঃ**—(ধৃতরাষ্ট্রের) কনিষ্ঠ ভ্রাতা (বিদুর); **পার্থাঃ**—পৃথার পুত্রগণ (যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন); **ভীষ্মঃ**—ভীষ্ম; **দ্রোণঃ**—দ্রোণ; **পৃথা**—কুন্তী; **যমৌ**—যমজ (নকুল ও সহদেব); **নারদঃ**—নারদ; **ভগবান্ ব্যাসঃ**—ভগবান

ব্যাসদেব; **সুহৃদ**—বন্ধুবর্গ; **সম্বন্ধি**—পরিবারের প্রত্যক্ষ সদস্য; **বান্ধবাঃ**—ও অন্যান্য আত্মীয়গণ; **বন্ধুন্**—তাঁদের আত্মীয় ও বন্ধুগণ; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন করে; **যদূন্**—যদুগণ, **সৌহৃদ**—বন্ধুত্বের অনুভববশত; **আক্লিন্ন**—আর্দ্র; **চেতসঃ**—তাদের হৃদয়; **যযুঃ**—তাঁরা গমন করলেন; **বিরহ**—বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য; **কৃচ্ছ্রেণ**—কষ্ট সহকারে; **স্ব**—তাঁদের নিজ নিজ; **দেশান্**—রাজ্যে; **চ**—ও; **অপরে**—অন্যান্য; **জনাঃ**—জনসাধারণ।

অনুবাদ

সকল যদুগণ, তাদের সুহৃদ, সম্বন্ধী, ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদুর, পৃথা ও তার পুত্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, যমজ নকুল ও সহদেব, নারদ ও ভগবান বেদব্যাস সহ অন্যান্য আত্মীয়গণ দ্বারা আলিঙ্গিত হয়েছিলেন। স্নেহে তাঁদের হৃদয় আর্দ্র হয়েছিল, তাই তাঁরা এবং অন্যান্য অতিথিবর্গ বিরহ যন্ত্রণায় ধীরে ধীরে স্বদেশে প্রস্থান করলেন।

শ্লোক ৫৯

নন্দস্তু সহ গোপালৈর্বৃহত্যা পূজয়ার্চিতঃ ।
কৃষ্ণরামোগ্রসেনাদ্যৈর্ন্যবাৎসীৎ বন্ধুবৎসলঃ ॥ ৫৯ ॥

নন্দঃ—নন্দ মহারাজ; **তু**—এবং; **সহ**—সহ; **গোপালৈঃ**—গোপগণ; **বৃহত্যা**—বিশেষ ঐশ্বর্যময়; **পূজয়া**—পূজা দ্বারা; **অর্চিতঃ**—অর্চিত; **কৃষ্ণ-রাম-উগ্রসেন-আদ্যৈঃ**—কৃষ্ণ, বলরাম, উগ্রসেন ও অন্যান্যদের দ্বারা; **ন্যবাৎসীৎ**—অবস্থান করলেন; **বন্ধু**—তাঁর আত্মীয় স্বজনের প্রতি; **বৎসলঃ**—স্নেহপরায়ণ।

অনুবাদ

তাঁর গোপগণ সহ নন্দ মহারাজ অল্প কিছুকাল বেশী তাঁর আত্মীয়বর্গ, যদুদের সঙ্গে অবস্থান করার মাধ্যমে তাদের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রদর্শন করলেন। তাঁর অবস্থানকালে কৃষ্ণ, বলরাম, উগ্রসেন ও অন্যান্যরা তাঁকে বিশেষ ঐশ্বর্যময় পূজার মাধ্যমে সম্মানিত করলেন।

শ্লোক ৬০

বসুদেবোঽঞ্জসোত্তীর্য মনোরথমহার্ণবম্ ।
সুহৃদ্বৃতঃ প্রীতমনা নন্দমাহ করে স্পৃশন্ ॥ ৬০ ॥

বসুদেবঃ—বসুদেব; **অঞ্জসা**—সহজেই; **উত্তীর্য**—উত্তীর্ণ হয়ে; **মনঃরথ**—তাঁর অভিলাষের (বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করার); **মহা**—মহা; **অর্ণবম্**—সাগর; **সুহৃৎ**—

তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের দ্বারা; **বৃতঃ**—বেষ্টিত; **প্রীত**—সন্তুষ্ট; **মনাঃ**—তাঁর মনে; **নন্দম্**—নন্দকে; **আহ**—তিনি বললেন; **করে**—তাঁর হস্ত; **স্পৃশন্**—স্পর্শ করে।

অনুবাদ

অতি সহজেই তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার মহাসাগর উত্তীর্ণ হয়ে বসুদেব সম্পূর্ণ সন্তোষ অনুভব করলেন। তাঁর বহু শুভাকাঙ্ক্ষীর সাহচর্য মধ্যে তিনি তাঁর হাত দিয়ে নন্দের হাত গ্রহণ করে তাঁকে এইভাবে বললেন।

শ্লোক ৬১

শ্রীবসুদেব উবাচ

ভ্রাতরীশকৃতঃ পাশো নৃণাং যঃ স্নেহসংজ্ঞিতঃ ।
তং দুস্ত্যজমহং মন্যে শূরাণামপি যোগিনাম্ ॥ ৬১ ॥

শ্রীবসুদেবঃ উবাচ—শ্রীবসুদেব বললেন; **ভ্রাতঃ**—হে ভ্রাতা; **ঈশ**—ভগবান দ্বারা; **কৃতঃ**—কৃত; **পাশঃ**—বন্ধন; **নৃণাম্**—মানুষদের; **যঃ**—যে; **স্নেহ**—স্নেহ; **সংজ্ঞিতঃ**—নামক; **তম্**—তা; **দুস্ত্যজম্**—তা থেকে কারোর মুক্ত হওয়া কঠিন; **অহম্**—আমি; **মন্যে**—মনে করি; **সূরাণাম্**—বীরদের পক্ষে; **অপি**—এমন কি; **যোগিনাম্**—এবং যোগীগণের জন্য।

অনুবাদ

শ্রীবসুদেব বললেন—আমার প্রিয় ভ্রাতা, ভগবান স্বয়ং স্নেহ নামক বন্ধন রচনা করেছেন যা মানুষদের একত্রে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করেছে। আমার মনে হয় যে মহাবীরেরা ও মহাযোগীরাও নিজেদের এর থেকে মুক্ত করতে অত্যন্ত দুঃসাধ্যতা প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

মানুষদের বীর নেতারা ইচ্ছা শক্তি দ্বারা তাদের নগণ্য আসক্তিকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে আর অন্তদর্শী যোগীরা একই উদ্দেশ্যে জ্ঞানের অনুসরণ করে। কিন্তু ভগবানের মায়া শক্তি যে কোন বদ্ধজীবের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। কেবলমাত্র মায়াধীশ কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করার মাধ্যমেই তার প্রভাব থেকে কেউ মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ৬২

অস্মাস্বপ্রতিকল্পেয়ং যৎ কৃতাজ্ঞেষু সত্তমৈঃ ।
মৈত্র্যর্পিতাফলা চাপি ন নিবর্তেত কর্হিচিৎ ॥ ৬২ ॥

অস্মাসু—আমাদের প্রতি; **অপ্রতিকল্পা**—অতুলনীয়; **ইয়ম্**—এই; **যৎ**—যেহেতু; **কৃত-অজ্ঞেষু**—তাদের প্রতি প্রদর্শিত অনুগ্রহের বিস্মৃতিপরায়ণ যারা; **সৎ-তমৈঃ**—যারা অত্যন্ত সাধুভাবাপন্ন তাদের দ্বারা; **মৈত্রী**—বন্ধুত্ব; **অর্পিতা**—অর্পণ করেছেন; **অফলা**—প্রত্যুপকার; **চ অপি**—এমনকি যদিও; **ন নিবর্তেত**—নিবৃত্ত হয় না; **কর্হিচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

নিঃসন্দেহে, ভগবান অবশ্যই প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করেছেন, কারণ আপনাদের মতো সজ্জন প্রবরগণ কখনও যথাযথরূপে প্রত্যুপকার প্রাপ্ত না হয়েও অকৃতজ্ঞ আমাদের প্রতি কখনও অনুপম মৈত্রী প্রদর্শনে নিবৃত্ত হননি।

শ্লোক ৬৩

প্রাগকল্পাচ্চ কুশলং ভ্রাতর্বো নাচরাম হি ।
অধুনা শ্রীমদান্ধাক্ষা ন পশ্যামঃ পুরঃ সতঃ ॥ ৬৩ ॥

প্রাক্—ইতিপূর্বে; **অকল্পাৎ**—অসমর্থতার জন্য; **চ**—এবং; **কুশলম্**—কল্যাণ; **ভ্রাতঃ**—হে ভ্রাতা; **বঃ**—আপনাদের; **ন আচরাম**—আমরা সম্পাদন করিনি; **হি**—বস্তুত; **অধুনা**—এখন; **শ্রী**—ঐশ্বর্য দ্বারা; **মদ**—অতি উত্তেজনা বশত; **অন্ধ**—অন্ধ; **অক্ষাঃ**—যার চক্ষুদ্বয়; **ন পশ্যামঃ**—আমরা দর্শন করতে ব্যর্থ; **পুরঃ**—সম্মুখে; **সতঃ**—উপস্থিত।

অনুবাদ

হে ভ্রাতা, আমরা ইতিপূর্বে আপনাদের মঙ্গলের জন্য কিছু করিনি। কারণ আমরা অসমর্থ ছিলাম, এমনকি এখনও এই যে আপনারা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, কিন্তু আমাদের চক্ষু জাগতিক সৌভাগ্যের দ্বারা এতই মদান্ধ যে আমরা এখনও আপনাদের উপেক্ষা করছি।

তাৎপর্য

কংসের অত্যাচারের অধীনে বাস করার সময় বসুদেব নন্দকে সাহায্য করার জন্য কোন কিছু করতে অসমর্থ ছিলেন এবং তাঁর প্রজাগণ কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যার জন্য মথুরা থেকে প্রেরিত বহু দানবের বিরুদ্ধে নিজেরা নিজেদের রক্ষা করত।

শ্লোক ৬৪

মা রাজ্যশ্রীরভূৎ পুংসঃ শ্রেয়স্কামস্য মানদ ।
স্বজনানুত বন্ধূন্ বা ন পশ্যতি যয়ান্ধদৃক্ ॥ ৬৪ ॥

মা—যেন না হয়; **রাজ্য**—রাজকীয়; **শ্রীঃ**—সৌভাগ্য; **অভূৎ**—উত্থিত; **পুংসঃ**—এক ব্যক্তির জন্য; **শ্রেয়ঃ**—জীবনের প্রকৃত কল্যাণ; **কামস্য**—যে আকাঙ্ক্ষা করে; **মান-দ**—হে সম্মান প্রদায়ী; **স্ব-জনান্**—তার জ্ঞাতি; **উৎ**—ও; **বন্ধূন্**—তার বন্ধুগণ; **বা**—বা; **ন পশ্যতি**—তিনি দর্শন করেন না; **যয়া**—যাঁর (ঐশ্বর্য) দ্বারা; **অন্ধ**—অন্ধ; **দৃক্**—যার দৃষ্টি।

অনুবাদ

হে মানদ, যিনি জীবনে পরম কল্যাণ কামনা করেন, তাঁর যেন্ কখনও রাজকীয় ঐশ্বর্য লাভ না হয়, কারণ তা তাঁকে তাঁর আপন বন্ধু ও পরিবারের প্রয়োজন বিষয়ে অন্ধ করে তোলে।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে তাঁর গভীর বিনয়বশত বসুদেব নিজেকে তীব্র ভর্ৎসনা করছেন তবে ঐশ্বর্যের প্রতি তাঁর দোষারোপ সাধারণত যুক্তিসিদ্ধ। পূর্বে এই স্কন্ধে নারদমুনি স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ কুবেরের দুই ধনী পুত্র নলকূবের ও মণিগ্রীব-এর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। মদ ও গর্ব উভয় দ্বারাই মত্ত হয়ে ঐ দুজনে যখন মন্দাকিনী নদীতে কয়েকজন যুবতী রমণীর সঙ্গে নগ্ন হয়ে ক্রীড়া করছিলেন, তখন তাঁদের সম্মুখে নারদমুনি আগমন করলে তাঁরা নারদমুনিকে যথাযথ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁদেরকে তাঁদের লজ্জাজনক অবস্থায় দর্শন করে নারদমুনি বললেন—

ন হ্যন্যো জুষতো জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ ।
শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রী দ্যূতমাসবঃ ॥

"সমস্ত উপভোগ্য বিষয়ের মধ্যে ঐশ্বর্যের গর্ব যেভাবে বুদ্ধি নাশ করে থাকে, দেহের সৌন্দর্য, উচ্চকুলে জন্ম এবং বিদ্যা প্রভৃতির গর্ব সেইভাবে বুদ্ধি নাশ করে না। অশিক্ষিত ব্যক্তি যখন ধনমদে মত্ত হয়, তখন সে স্ত্রীসম্ভোগ, দ্যূতক্রীড়া এবং মদ্যপানে লিপ্ত হয়।" (*ভাগবত* ১০/১০/৮)

শ্লোক ৬৫

শ্রীশুক উবাচ

এবং সৌহৃদশৈথিল্যচিত্ত আনকদুন্দুভিঃ ।
রুরোদ তৎকৃতাং মৈত্রীং স্মরন্নশ্রুবিলোচনঃ ॥ ৬৫ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **সৌহৃদ**—আন্তরিক সমবেদনা দ্বারা; **শৈথিল্য**—কোমল; **চিত্তঃ**—যার হৃদয়; **আনকদুন্দুভিঃ**—বসুদেব; **রুরোদ**—রোদন করেছিলেন; **তৎ**—তাঁর (নন্দ) দ্বারা; **কৃতম্**—কৃত; **মৈত্রীম্**—মিত্রতা; **স্মরণ**—স্মরণ করে; **অশ্রু**—অশ্রু; **বিলোচনঃ**—যাঁর নয়নদ্বয়ে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—আন্তরিক সমবেদনা দ্বারা তাঁর হৃদয় কোমল হলে, বসুদেব রোদন করেছিলেন। তাঁর প্রতি প্রদর্শিত নন্দের মিত্রতা তিনি যখন স্মরণ করছিলেন, তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

শ্লোক ৬৬

নন্দস্তু সখ্যুঃ প্রিয়কৃৎ প্রেম্ণা গোবিন্দরাময়োঃ ।
অদ্য শ্ব ইতি মাসাংস্ত্রীন্ যদুভির্মানিতোঽবসৎ ॥ ৬৬ ॥

নন্দঃ—নন্দ; **তু**—এবং; **সখ্যুঃ**—তার সখার প্রতি; **প্রিয়**—প্রীতি; **কৃৎ**—প্রদর্শনকারী; **প্রেম্ণা**—তাঁর প্রেমবশত; **গোবিন্দ-রাময়োঃ**—কৃষ্ণ ও বলরামের জন্য; **অদ্য**—(আমি পরে যাব) আজ; **শ্বঃ**—(আমি যাব) আগামীকাল; **ইতি**—এইভাবে বলে; **মাসান্**—মাস; **ত্রীন্**—তিন; **যদুভিঃ**—যদুগণ দ্বারা; **মানিতঃ**—সম্মানিত; **অবসৎ**—তিনি অবস্থান করলেন।

অনুবাদ

নন্দও তাঁর পক্ষ থেকে বন্ধু বসুদেবের জন্য পূর্ণ প্রীতিপরায়ণ ছিলেন। তাই দিনের পর দিন নন্দ বারবার ঘোষণা করেছিলেন, "আমি আজ পরে গমন করব" এবং "আমি আগামীকাল গমন করব"। কিন্তু কৃষ্ণ ও বলরামের প্রতি প্রেমবশত তিনি সেখানে সকল যদুগণ দ্বারা সম্মানিত হয়ে তিন মাস অবস্থান করলেন।

তাৎপর্য

তিনি সকালেই প্রস্থান করবেন প্রথমে তা স্থির করার পর, নন্দ অতঃপর সিদ্ধান্ত নিলেন, "আমি আজ পরে গমন করব" এবং তারপর যখন অপরাহ্ণ হল, তিনি বললেন, "আমি আগামীকাল পর্যন্ত অবস্থান করব মাত্র"। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নন্দের দীর্ঘসূত্রিতার জন্য একটি সম্ভাব্য কারণ ইঙ্গিত করেছেন, সেটি হল—নন্দের গোপন ইচ্ছা ছিল যে, তিনি কৃষ্ণকে ব্রজে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন, কিন্তু বসুদেবের হৃদয়কে ভগ্ন করতে চান নি। ফলস্বরূপ, তিন মাস যাবৎ তাঁর দ্বিধা কাজ করছিল।

শ্লোক ৬৭-৬৮

ততঃ কামৈঃ পূর্যমাণঃ সব্রজঃ সহবান্ধবঃ ।
পরার্ধ্যাভরণক্ষৌমনানানর্ঘ্যপরিচ্ছদৈঃ ॥ ৬৭ ॥
বসুদেবোগ্রসেনাভ্যাং কৃষ্ণোদ্ধববলাদিভিঃ ।
দত্তমাদায় পারিবর্হং যাপিতো যদুভির্যযৌ ॥ ৬৮ ॥

ততঃ—তারপর; **কামৈঃ**—আকাঙ্ক্ষিত বস্তু দ্বারা; **পূর্যমাণঃ**—পরিতৃপ্ত হয়ে; **সব্রজঃ**—ব্রজবাসীগণসহ; **সহ-বান্ধবঃ**—তাঁর পরিবারের সদস্যগণ সহ; **পর**—অত্যন্ত; **অর্ধ্য**—মূল্যবান; **আভরণ**—অলঙ্কার; **ক্ষৌম**—ক্ষৌম বস্ত্র; **নাগ**—নাগ; **অনর্ঘ্য**—অমূল্য; **পরিচ্ছদৈঃ**—এবং গৃহস্থালির আসবাবপত্র; **বসুদেব-উগ্রসেনাভ্যাম্**—বসুদেব ও উগ্রসেন দ্বারা; **কৃষ্ণ-উদ্ধব-বল-আদিভিঃ**—কৃষ্ণ, উদ্ধব, বলরাম ও অন্যান্যদের দ্বারা; **দত্তম্**—প্রদত্ত; **আদায়**—গ্রহণ করে; **পারিবর্হম্**—উপহারসমূহ; **যাপিতঃ**—বিদায় গ্রহণ করে; **যদুভিঃ**—যদুগণ দ্বারা; **যযৌ**—তিনি প্রস্থান করলেন।

অনুবাদ

তারপর বসুদেব, উগ্রসেন, কৃষ্ণ, উদ্ধব, বলরাম ও অন্যান্যরা তাঁর আকাঙ্ক্ষাসমূহ পূর্ণ করলে এবং তাঁকে মূল্যবান অলঙ্কার, ক্ষৌমবস্ত্র ও বিভিন্ন অমূল্য পরিচ্ছদ উপহার প্রদান করলে নন্দ মহারাজ সেই সকল উপহার গ্রহণ করে তাঁর বিদায় গ্রহণ করলেন। সকল যদুগণের দ্বারা বিদায় গ্রহণ করে তিনি তাঁর পরিবার ও ব্রজবাসীগণ সহ প্রস্থান করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে তিন মাস সমাপ্ত হলে নন্দ মহারাজ কৃষ্ণের সমীপবর্তী হলেন এবং তাঁকে বললেন, "প্রিয় পুত্র, তোমার দিব্য মুখমণ্ডল থেকে এক বিন্দু ঘামের জন্য আমি অসংখ্য জীবন পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত। চল, এখন আমরা ব্রজে গমন করি। আর অধিক সময় আমি এখানে অতিবাহিত করতে পারছি না।" অতঃপর তিনি বসুদেবের কাছে গমন পূর্বক তাঁকে বললেন, "প্রিয় সখা, দয়া করে কৃষ্ণকে ব্রজে প্রেরণ করুন" এবং রাজা উগ্রসেনের কাছে তিনি অনুরোধ করলেন, "দয়া করে আমার সখাকে আপনি তা করতে নির্দেশ প্রদান করুন। আপনি যদি প্রত্যাখ্যান করেন, আমি এখানে ভগবান পরশুরামের হ্রদে নিজেকে জলমগ্ন করতে বাধ্য হব। যদি আপনি আমাকে বিশ্বাস না করেন, তাহলে কেবল দেখুন! আমরা ব্রজবাসীগণ এই পবিত্র স্থানে সূর্য গ্রহণ উপলক্ষ্যে কিছু পুণ্য প্রাপ্ত হতে আগমন করি নি, কিন্তু কৃষ্ণকে ফিরে পেতে অথবা মরতে আগমন

করেছি।" নন্দের কাছ থেকে এই সকল উদ্ধত বাক্য শ্রবণ করে, বসুদেব ও অন্যান্যরা মূল্যবান উপহার প্রদানের দ্বারা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। কূটনীতির কৌশলে অভিজ্ঞ বসুদেব তাঁর অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং তারপর নন্দকে এই বলে সন্তুষ্ট করলেন, "প্রিয় সখা, হে ব্রজরাজ, এটি অবশ্যই সত্যি যে আপনারা কেউই কৃষ্ণকে ছাড়া বাঁচতে পারেন না। তাই আমরা কিভাবে আপনাদের নিজেদের হত্যা করতে অনুমোদন প্রদান করতে পারি? সুতরাং যে কোন ভাবেই হোক আমি অবশ্যই কৃষ্ণকে ব্রজে প্রেরণ করব। দ্বারকায় ফিরে গিয়ে আমরা তাঁর এবং তাঁর আত্মীয়বর্গ ও বন্ধুবর্গের—তাদের মধ্যে অনেক অসহায় রমণীও আছেন—সাক্ষাৎ করার পরই আমি তা করব। ঠিক পর দিনই, তখন তাঁকে কোনভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা না করে দিনের কোন এক শুভ সময়ে আমি তাঁকে ব্রজে প্রস্থান করতে দেব। আপনার কাছে এই প্রতিজ্ঞা আমি সহস্রবার করলাম। আমরা যারা কৃষ্ণ সঙ্গে এখানে এসেছি কিভাবে তাঁকে ছাড়া গৃহে ফিরে যেতে পারি? লোকে আমাদের সম্বন্ধে কি বলবে? আপনি সর্ব বিষয়ে সুপণ্ডিত, তাই আপনার কাছে এই অনুরোধখানি করার জন্য দয়া করে আমায় মার্জনা করবেন।"

অতঃপর উগ্রসেন নন্দ মহারাজকে সম্বোধন করে বললেন, "প্রিয় ব্রজরাজ, আমি বসুদেবের উক্তির সাক্ষী থাকলাম এবং এই শপথ করছি, যদি আমাকে বলপ্রয়োগও করতে হয় তবু আমি কৃষ্ণকে ব্রজে ফেরৎ পাঠাব।"

তখন ভগবান কৃষ্ণ উদ্ধব ও বলরামের দ্বারা যুক্ত হয়ে সঙ্গোপনে নন্দকে বললেন, "হে পিতা, এইসকল বৃষ্ণিদের ছেড়ে আজ যদি আমি সরাসরিভাবে ব্রজে গমন করি তারা আমার বিরহ যন্ত্রণায় মারা যাবে। তারপর কেশি ও অরিষ্টের চেয়েও অধিক শক্তিশালী বহু সহস্র শত্রু এইসকল রাজাদের বিনাশ করার জন্য আগমন করবে।

যেহেতু আমি সর্বজ্ঞ, তাই আমি জানি অনিবার্যভাবে আমার কি ঘটতে চলেছে। আমি আপনার কাছে তা বর্ণনা করব, শ্রবণ করুন। দ্বারকায় ফেরার পর আমি যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে একটি আমন্ত্রণ লাভ করব এবং তাঁর রাজসূয় যজ্ঞে অংশগ্রহণের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করব। সেখানে আমি শিশুপালকে বধ করব, এরপর আমি পুনরায় দ্বারকায় ফিরে আসব এবং শাল্বকে বধ করব। এরপর আমি মথুরার ঠিক দক্ষিণে এক স্থানে দন্তবক্রকে বধ করে আপনাদের রক্ষা করার জন্য গমন করব। সেই সময় আমি ব্রজে প্রত্যাবর্তন করে আমার সকল পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করব এবং পুনরায় মহা আনন্দে আমি আপনাদের কোলে বসব।

নিঃসন্দেহে পরম সুখের সঙ্গে আমার বাকী জীবন আমি আপনাদের সঙ্গে অতিবাহিত করব। আমার কপালে ভগবান এই ভাগ্য লিখেছেন এবং আপনাদের কপালেও এটা লেখা হয়েছে যে, যতদিন না আমি ফিরে আসছি ততদিন আমার বিরহ আপনাদের অবশ্যই সহ্য করতে হবে। আমাদের কারো অদৃষ্টই কখনও পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, তাই এখন আমাকে এখানে ছেড়ে যাওয়ার সাহস প্রাপ্ত হোন এবং ব্রজে, গৃহে ফিরে যান।

ইতিমধ্যে যদি, আপনারা, আমার পিতা-মাতা, আর আপনারা, আমার প্রীতিপরায়ণ সখাগণ, আমাদের কপালে লিখিত দুর্লঙ্ঘ্য ভাগ্যের দ্বারা পীড়িত হন, তাহলে যখনই আমাকে কোন সুস্বাদু কিছু খাওয়ানোর ইচ্ছে হবে অথবা আমার সঙ্গে কোন খেলা খেলবার ইচ্ছে হবে অথবা আমাকে দর্শনের ইচ্ছে হবে, কেবলমাত্র আপনাদের চোখ বন্ধ করবেন, আমি আপনাদের দুঃখকে আকাশপুষ্পে পরিবর্তন করার জন্য এবং আপনাদের সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য আপনাদের সম্মুখে আবির্ভূত হব। আমি আপনাদের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করলাম এবং আমার তরুণ বন্ধুরা, যাদের জীবন আমি দাবানল থেকে রক্ষা করেছিলাম তারা এর সাক্ষী হতে পারে।"

নন্দ এইসকল যুক্তির দ্বারা বিশ্বাস প্রাপ্ত হলেন যে, তাঁর পুত্রের সুখই প্রধান গুরুত্বপূর্ণ, তাই তাঁকে অর্পিত উপহারসামগ্রী তিনি গ্রহণ করলেন এবং বিশাল যদু সৈন্য সহ তিনি প্রস্থান করলেন।

শ্লোক ৬৯

নন্দো গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ গোবিন্দচরণাম্বুজে ।
মনঃ ক্ষিপ্তং পুনর্হর্তুমনীশা মথুরাং যযুঃ ॥ ৬৯ ॥

নন্দঃ—নন্দ; **গোপাঃ**—গোপেরা; **চ**—এবং; **গোপ্যঃ**—গোপীরা; **চ**—ও; **গোবিন্দ**—কৃষ্ণের; **চরণ-অম্বুজে**—চরণ কমলে; **মনঃ**—তাদের মন; **ক্ষিপ্তম্**—সমর্পিত; **পুনঃ**—পুনরায়; **হর্তুম্**—দূরীভূত করতে; **অনীশাঃ**—অসমর্থ; **মথুরাম্**—মথুরায়; **যযুঃ**—তাঁরা গমন করলেন।

অনুবাদ

যেখানে তাঁরা তাঁদের সমর্পণ করেছিলেন, শ্রীগোবিন্দের সেই চরণকমল থেকে তাঁদের মনকে প্রত্যাহার করতে অসমর্থ নন্দ এবং গোপ ও গোপীরা মথুরায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ৭০

বন্ধুষু প্রতিযাতেষু বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণদেবতাঃ ।
বীক্ষ্য প্রাবৃষমাসন্নাদ্ যযুর্দ্বারবতীং পুনঃ ॥ ৭০ ॥

বন্ধুষু—তাঁদের আত্মীয়বর্গ; **প্রতিযাতেষু**—প্রস্থান করলে; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিগণ; **কৃষ্ণ-দেবতাঃ**—যাঁদের আরাধ্য বিগ্রহ ছিলেন কৃষ্ণ; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **প্রাবৃষম্**—বর্ষাঋতু; **আসন্নাৎ**—সমাগত; **যযুঃ**—গমন করলেন; **দ্বারবতীম্**—দ্বারকায়; **পুনঃ**—পুনরায়।

অনুবাদ

তাঁদের আত্মীয়বর্গ এইভাবে প্রস্থান করলে এবং বর্ষাঋতু সমাগত দর্শন করে, কৃষ্ণই যাদের একমাত্র ভগবান সেই বৃষ্ণিগণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ৭১

জনেভ্যঃ কথয়াং চক্রুর্যদুদেবমহোৎসবম্ ।
যদাসীৎ তীর্থযাত্রায়াং সুহৃৎসন্দর্শনাদিকম্ ॥ ৭১ ॥

জনেভ্যঃ—জনসাধারণের কাছে; **কথয়াম্ চক্রুঃ**—তারা বর্ণনা করলেন; **যদু-দেব**—যদুপতি, বসুদেবের; **মহা-উৎসবম্**—মহোৎসব; **যৎ**—যা; **আসীৎ**—ঘটেছিল; **তীর্থ-যাত্রায়াম্**—তাদের তীর্থযাত্রার সময়ে; **সুহৃৎ**—তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের; **সন্দর্শন**—দর্শন পূর্বক; **আদিকম্**—এবং ইত্যাদি।

অনুবাদ

যদুপতি বসুদেব দ্বারা সম্পাদিত উৎসবময় যজ্ঞসমূহ সম্বন্ধে, তাঁদের তীর্থযাত্রার সময়ে যা যা ঘটেছিল তার সমস্তকিছু বিষয়ে, বিশেষত কিভাবে তাঁরা তাঁদের সকল প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন সেই সব তাঁরা নগরীর জনসাধারণের কাছে বর্ণনা করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'কুরুক্ষেত্রে ঋষিগণের শিক্ষা' নামক চতুরশীতিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।